NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ এসএসসি আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি

মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করবেন অর্জুন ৩

কলকাতা ৩ এপ্রিল ২০২৬ ১৯ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.04.2026, Vol.19, Issue No. 291, 8 Pages, Price 3.00

মালদহের অশান্তিতে ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত

তদন্তে এনআইএ

সুপ্রিমে ভর্ৎসিত রাজ্যের প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহে অশান্তির ঘটনায় সিবিআই কিংবা এনআইএ-র মতো 'স্বাধীন' সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনকে এমনই নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। একই সঙ্গে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, যে সংস্থাই তদন্ত করুক, তারা আদালতে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে বাধ্য থাকবে। আগামী সোমবার পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর মামলাটি ফের শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিনের শুনানিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্যপুলিশের ডিজি, মালদহের জেলাশাসক এবং এসপি-কে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম নির্দেশের পরই মালদহের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদহের মোথাবাড়ি, সুজাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকা। এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের ভিতর রাত পর্যন্ত আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টকে জানান। তার পরেই বৃহস্পতিবার সকালে এসআইআর মামলাটি শুনতে চায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

মালদহের অশান্তির ঘটনায় দেশের শীর্ষ আদালত যে কতটা ক্ষুব্ধ, তা বোঝা গিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে। বিচারকদের আটকে রাখা এবং তাঁদের গাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এটি বিচারকদের ভয় দেখানোর একটা স্পষ্ট চেষ্টাই শুধু নয়, এটি আদালতকেও চ্যালেঞ্জ করা। এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। বরং মনে হচ্ছে এটি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ, যার লক্ষ্য ছিল বিচারকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং বাকি থাকা মামলাগুলিতে আপত্তি নিষ্পত্তির গোটা প্রক্রিয়াই বন্ধ করে দেওয়া।'

এসআইআর-এর কাজে যুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না-পারায় রাজ্য প্রশাসনকে সরাসরি ভর্ৎসনা করেন প্রধান বিচারপতি। বলেন, 'আমরা আগেই বলেছিলাম, এসআইআর-এ বিবেচনাধীন নামের নিষ্পত্তি করার কাজে নিযুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।' তার পরেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনকে কঠোর বার্তা দেয় সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশের ডিজি, মালদহের জেলাশাসক (ডিএম) এবং পুলিশ সুপার (এসপি)-কে শো-কজও করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির চিঠির প্রেক্ষিতে কেন তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না, তা কারণ-সহ জানাতে হবে।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির চিঠি উদ্ধৃত করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, 'জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার, কেউই ঘটনাস্থলে পৌঁছোননি। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিজে থেকেই পুলিশের ডিজি এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে ফোন করতে হয়েছিল।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি এবং হোয়াট্‌সঅ্যাপে বার্তা পাঠানোর জন্য তাঁর নম্বরও পাওয়া যায়নি।' উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাজে হতাশাপ্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি কান্ত বলেন, 'এই ঘটনা রাজ্য প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের ডিজি এবং এসপি-র আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে কেন ব্যর্থ হয়েছেন, তা তাঁদের ব্যাখ্যা করতে হবে।'

সর্বোচ্চ আদালত এ-ও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এসআইআর-এর কাজ যথাবিহিত চলবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমরা কাউকেই আইন নিজের হাতে তুলে নিতে বা বিচারকদের মনে ভয় তৈরি করার মাধ্যমে কাজে বাধা দিতে দেব না।'

নজরে নির্দেশ

- তদন্তের অগ্রগতি ও প্রাপ্ত তথ্য সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট আকারে জমা দিতে হবে।
- ঘটনায় দায় নির্ধারণের জন্য মুখ্যসচিব, ডিজিপি, জেলাশাসক (ডিএম) ও পুলিশ সুপার (এসপি)-কে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হল তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- আগামী ৬ এপ্রিল ভার্চুয়াল শুনানি, সংশ্লিষ্ট সকল কর্তাকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ।
- রাজ্যজুড়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রায় ৭০০ বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের, প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ।
- যেখানে এসআইআর-এর কাজ চলবে, সেখানে ৫ জনের বেশি ব্যক্তির উপস্থিতি নিষিদ্ধ।
- বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের কাজের স্থানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা বাধ্যতামূলক।
- তাঁদের যাতায়াত ও আবাসস্থলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।
- আধিকারিকদের পরিবারের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ থাকলে, পরিবারকেও সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

'ভবানীপুরেও হারবেন মমতা'

ভোটে ১৫ দিন কলকাতায় শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ময়দানে নেমেই সরাসরি আক্রমণাত্মক সুরে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হাজরা মোড়ে বিজেপির জনসভা থেকে তাঁর ঘোষণা, 'পশ্চিমবঙ্গের ভোটে ১৫ দিন আমি এখানেই থাকব। মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ নেব।'

একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ভবানীপুরের লড়াইকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, 'শুভেন্দুদা শুধু নন্দীগ্রাম নয়, মমতার ঘরেও ঢুকে তাঁকে হারাতে পারে।' তাঁর আরও সংযোজন, 'এ বার ভবানীপুরেও হারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

রাজনৈতিক সমীকরণ টানতে গিয়ে শাহ দাবি করেন, 'বিজেপি একের পর এক আসন জিতবে, ১৭০-র গণ্ডি পেরোলেই পরিবর্তন নিশ্চিত।' পাশাপাশি 'শর্টকাট' তত্ত্বও তুলে ধরেন তিনি, 'ভবানীপুরবাসী যদি একটি আসন জেতায়, পরিবর্তন নিজে থেকেই হয়ে যাবে।' জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর কড়া মন্তব্য, 'সীমান্ত সিল করে অনুপ্রবেশকারীদের বেছে বেছে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। মোদীজির নেতৃত্বে এখানে বিজেপির সরকার গড়তে হবে।'

এদিন বিক্ষোভ নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও হাজরা থেকে ফের 'সোনার বাংলা' গড়ার ডাক দেন অমিত শাহ। শুভেন্দু অধিকারীকে পাশে নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূলকে এবার ক্ষমতা থেকে সরাবে বাংলার মানুষ। সরকার গঠনের পর বিজেপি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সোনার বাংলা গঠন করবে।' শাহের দাবি, ২৬-এর নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তন অণিবার্য।

যদিও শাসকদল এই কর্মসূচিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাদের পাল্টা বক্তব্য, 'এসব করে লাভ হবে না। বাংলার মানুষ জানে কারা বাংলা বিরোধী, ভোটেই তার জবাব দেবে।'

মনোনয়ন শুভেন্দুর, রোড শোয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার ভবানীপুর আসনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। মনোনয়ন পর্বে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অমিত শাহ এবং শমীক ভট্টাচার্য। হাজরা মোড়ে সভা করার পরে সেখান থেকে রোড শো করে সার্ভে বিল্ডিংয়ে যান তাঁরা। শুভেন্দুর মনোনয়ন পর্বের কর্মসূচি সেরে শাহ দমদম বিমানবন্দর হয়ে অসমের উদ্দেশে রওনা দেন।

বিজেপির রোড শো ঘিরে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কালীঘাট চত্বরে। কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনের গলির কাছে শাহের রোড শো পৌঁছতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ওঠে 'জয় বাংলা' স্লোগান। দেওয়া হয় 'চোর-চোর' স্লোগানও। পালটা স্লোগান দিতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। স্লোগান পালটা স্লোগানকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি একেবারে অগ্নিগর্ভের আকার নেয়। কড়া হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। এই অবস্থায় ছাদ খোলা গাড়ি থেকে নেমে পড়েন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নেমে কনভয়ের অন্য একটি গাড়িতে চাপতে হয় তাঁকে। আর এই উত্তেজনার মধ্যেই সার্ভে বিল্ডিংয়ে শাহকে পাশে নিয়েই মনোনয়ন দাখিল করেন ভবানীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন মনোনয়নের পরই তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের শাসনকে তীব্র আক্রমণ শানান শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, 'গত ১৫ বছরের অপশাসন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন ও তোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই আমি প্রার্থী হয়েছি।' ভবানীপুরের মানুষের উদ্দেশে তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'এই ব্যর্থ ও অত্যাচারী শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে মৌলিক অধিকার, নিরাপত্তা ও সম্মান ফিরিয়ে আনব।' পরিবর্তনের সুর আরও জোরালো করে তিনি বলেন, 'মানুষ চুরি-দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, নারীদের নিরাপত্তা, যুবকদের কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও শিল্পের উন্নয়ন এবং আইনের শাসন চায়।'

শেষে ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন রেখে শুভেন্দুর বার্তা, 'আসুন, আমরা একসাথে সুশাসন, সুরক্ষা ও উন্নয়নের নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলি।'

রাষ্ট্রপতি শাসনের গেমপ্ল্যান: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাওয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একযোগে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে অশান্তি তৈরি করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির লক্ষ্যেই 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' চলছে।

মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি ও সুতি-র সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের উপর আক্রমণ কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে একইসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকেও প্রশ্নের মুখে তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, নির্বাচনের ঘোষণার পর প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্যত কমিশনের হাতে থাকলেও, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই পরিস্থিতির 'নীল নকশা' তৈরি করছেন। তাঁর কথায়, 'দাঙ্গা বাঁধানোর ফাঁদে পা দেবেন না। এটা বিজেপির পরিকল্পনা।' তিনি বারবার শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে বলেন, রাজনৈতিক লড়াই ভোটের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষের প্রতিবাদের অধিকার আছে, কিন্তু বিচারক বা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের গায়ে হাত তোলা চলবে না।' একইসঙ্গে তাঁর দাবি, এই ঘটনাকে ব্যবহার করে গোটা বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়েও তোপ দাগেন তিনি। অভিযোগ করেন, রাজ্যজুড়ে বিপুল সংখ্যায় নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে সংখ্যালঘু, গরিব ও মহিলাদের। এমনকি তাঁর নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরেও বহু নাম বাদ গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অমিত-চক্রান্তের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: সুতির জনসভা থেকে বৃহস্পতিবারও স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে বিজেপিকে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুর্শিদাবাদে জোড়া নির্বাচনী প্রচার সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতির আগে সাগরদিঘিতে একটি নির্বাচনী প্রচার সারেন। সাগরদিঘি মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করে সুতির জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি।সুতিতে গিয়ে প্রথমেই আক্রমণের নিশানায় আনেন মিমের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি ও জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে। দু'জনকে নিশানা করে বলেন, 'হাঁদা-ভোঁদা জট পাকাবে। কেউ ওদের ফাঁদে পা দেবেন না। তাহলে আপনাদের আম-ছালা দুটোই যাবে।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমিত শাহকে নিশানা করে বলেন, 'অমিত শাহ, চক্রান্তের গ্রিপিং করছে। কেউ হামলাতে যাবেন না। কেউ দাঙ্গা করবেন না।' অমিত শাহকে মাথামোটা বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'বিজেপি চক্রান্ত করছে। ওদের চক্রান্তে কোনওভাবেই পা দেবেন না। ওরা উন্নয়ন চায় না। বাংলাকে সর্বস্বান্ত করতে চায়। গঙ্গা-পদ্মা ভাঙনের কোনও কাজ করেনি।

আইপ্যাকের দপ্তরে আবার ইডির হানা

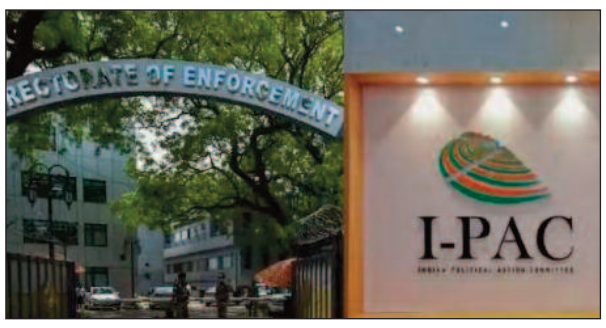

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: বাংলার পর এবার ভিনরাজ্য। ফের আইপ্যাকের অফিসে হানা দিল ইডি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং দিল্লিতে তল্লাশি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জানা গিয়েছে, কয়লা পাচার মামলাতেই এই তিন শহরে ইডি তল্লাশি করছে।

একই সময়ে হায়দরাবাদেও আইপ্যাকের দপ্তরে শুরু হয় তল্লাশি। জানা গিয়েছে, জানুয়ারি মাসে সল্টলেকে যে টিম তল্লাশি করেছিল সেই টিমই সম্ভবত হায়দরাবাদে তল্লাশি চালায় বৃহস্পতিবার।

গত ৮ জানুয়ারি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ফাইল নিয়ে আসেন।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতেই সল্টলেকের আইপ্যাকের অফিসে তল্লাশি করেছিল ইডি। সেই নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্কও।

সূত্রের খবর, আইপ্যাকের এক ডিরেক্টর ঋষিরাজ সিংয়ের বেঙ্গালুরুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। বেঙ্গালুরুর মোট তিনটি জায়গায় হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। একই সময়ে হায়দরাবাদেও আইপ্যাকের দপ্তরে শুরু হয় তল্লাশি। জানা গিয়েছে, জানুয়ারি মাসে সল্টলেকে যে টিম তল্লাশি করেছিল সেই টিমই সম্ভবত হায়দরাবাদে তল্লাশি চালায় বৃহস্পতিবার।

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তর এবং সংস্থার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু ফাইল নিয়ে আসেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওইসব তাঁর দলের নথিপত্র। তাতে নির্বাচনী রণকৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র রয়েছে। সেসব ছিনতাইয়ের ষড়যন্ত্র করেছে ইডি, এই অভিযোগ তোলেন।

পুনরাবৃত্তি বরদাস্ত নয়, কঠোর বার্তা জ্ঞানেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মালদহের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, সিবিআই অথবা এনআইএ-র মতো স্বাধীন সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। এর পরেই এনআইএ দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।

মালদহের ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। জেলা পুলিশ সুপারকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল এবং পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে তাঁর ক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত এবং মালদহের পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ। তাঁর প্রশ্ন, শুরুতেই কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? সিইও অফিসের সামনে দু'দিন ধরে কেন গন্ডগোল চলছে? সেখানে এত লোক জমা হলেন কী ভাবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন জ্ঞানেশ। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল কমিশন। সেখানেই বৈঠকে যোগ দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কমিশন বৈঠক করবে বলে খবর।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদহকাণ্ডে পুলিশ সুপার অনুপমকে পদক্ষেপ করার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে কমিশন। তারা জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার মধ্যে মালদহের মানিকচকে ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে হবে। একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মালদহের পুলিশ সুপারের উদ্দেশে জ্ঞানেশ বলেন, 'ঘটনাস্থলে যাননি কেন?' উত্তরে এসপি জানান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার আইএসএফ প্রার্থী-সহ ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদন মালদহে বিচারকদের ঘেরাও করে রাখার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থী মৌলানা শাহজাহান আলি। ওই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও ১৭ জন অভিযুক্তকে। তাঁদের সকলকেই বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়েছে মালদহ জেলা আদালতে। বুধবার মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখা হয় সাত জন বিচারককে।

ডিএ-ডিআরে হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের প্রয়াত কর্মী ও পেনশনভোগীদের পরিবারকে বকেয়া মহার্ঘভাতা ও ডিয়ারনেস রিলিফ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা চালু করল অর্থ দপ্তর। নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীদের হাতে এই বকেয়া পৌঁছে দিতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও সহায়তা ব্যবস্থার কথা জানানো হয়েছে।

অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদানের ক্ষেত্রে বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা পেনশনভোগী আর জীবিত নেই। সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের নমিনি বা আইনি উত্তরাধিকারীরা কীভাবে এই অর্থ পাবেন, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর (০৩৩-২২৫৩৫৪১৭) এবং ইমেল আইডি চালু করা হয়েছে, যেখানে দাবিদাররা সহায়তা পাবেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Ajit Sk, পিতা-Numan Sk, গত 01/04/2026 বহরমপুর নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে আমার পিতা-Numan Sk এবং Numauddin Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি মানজুর সেখ, পিতা- ওহাব সেখ, যা আমার আধার কার্ডে আছে। কিন্তু ভুলবশত আমার ভোটার কার্ড (JGR3309838) এবং ২০০২ ভোটার লিস্টে নাম ঋন্টু সেখ, পিতা- আওহাব সেখ আছে। গত ইং ৩১/০১/২০২৬ বহরমপুর 1st Class Magistrate এফিডেভিট বলে আমি মানজুর সেখ এবং ঋন্টু সেখ, আমার পিতা ওহাব সেখ এবং আওহাব সেখ এক এবং অভিন্ন বলে পরিচিত হইল।

Change of Name

I, **SUPRABHA KANDHER** W/o **GABRAIL KANDHER** residing at West Dhobighat, Ward No. 27, P.O : Kharagpur, P.S – Kharagpur (T), Dist. - Paschim Medinipur, West Bengal - 721301 have changed our minor son's name from **ZAKIBBO KANDHER** (wrong spelling) to **ZAKIB KANDHER** (Correct Spelling) for all purposes, vide Affidavit No. 4227, Dated : 27. 03. 2026 In the Court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Kharagpur.

CHANGE OF NAME

I, **Asif Ali Mondal,** S/O Fazar Ali Mondal (father) & Rabiya Bibi (mother) residing at Manikdanga Road, Saradapally, P.O. – Ghola Bazar, P.S.- Ghola, Dist.- North 24 Parganas, Pin-700111, W.B., do hereby declare that in my Aadhar Card (No. 305197962673) & Voter Card (No. UWN1430735) my father's name has been recorded correctly as **"Fazar Ali Mondal"**. My mother's **(Rabiya Bibi)** Aadhaar Card No. 272920161338 & Voter Card No. BHR3131653.My date of birth is 18.06.1994.But in my Birth Certificate no.155169, Registration No. 1642 issued from Panihati State General Hospital on 03.10.1994 wherein my father's name (i.e. Father's name of child) wrongly recorded as **"Sri Mona Mondal"** in place of **"Fazar Ali Mondal"** and my mother's name (i.e. Mother's name of child) **"Rabeya Bibi"** in place of **"Rabiya Bibi". "Fazar Ali Mondal"** and **"Sri Mona Mondal"** who is my father & **"Rabiya Bibi"** and **"Rabeya Bibi"** who is my mother both are the same identical person through an affidavit (SL. No. 05) 1st class Judicial Magistrate Barrackpur Court, North 24 Parganas dt. 20.01.2025.

Change of Name

I, **Arti Singh,** W/o Mukesh Kumar Singh, residing at 179/9, I.C.Bose Road, P.O. Howrah, P.S. Golabari, Dist. Howrah, W.B.-711101 currently at 18, Guha Park, Liluah, P.S. Liluah, Howrah, W.B. 711204 hereby declare that my minor son's correct name is **Aarav Singh.** That in his **Aadhaar Card** being no. **8426 3432 3274** mistakenly his name entered **Mayunk Singh** in place of **Aarav Singh.** That **Aarav Singh** & **Mayunk Singh** is same & one identical person vide **affidavit no. 11028/26, dt. 01.04.2026** sworn before **In the Court of Ld. Executive Magistrate, 1st Class at Howrah.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8429 নং এফিডেভিট বলে আমি Swaminathan Trivedi S/o. Lakshmi Narayan Trivedi, R/o. Vill. & P.O. Makalpur, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly ও Swaminathan Tribedi S/o. Lakshmi Narayan Tribedi, R/o. Vill. Makalpur, P.O. Senet, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, Yeasmin Begam W/o. Hasib Molla, R/o. Kharari, Sinhet, Dadpur, Hooghly গত ইংরাজীর 27/12/2019 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া বিবাহের পর ও নাম পরিবর্তন করিয়া Mithu Chakraborty হইতে Yeasmin Begam নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 21/11/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 11436 নং এফিডেভিট বলে Yeasmin Begam ও Mithu Chakraborty W/o. Hasib Molla & D/o. Pankaj Chakraborty এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8318 নং এফিডেভিট বলে আমি Junaid Ahmad Nasim Quraishi S/o. Late Ishteyaque Ahmad R/o. Bandel Bazar, Naldanga, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (186 Chinsurah Assembly, Part No. 70, Sl. No. 162, Hooghly,) আমার সঠিক নাম Junaid Ahmad Nasim Quraishi-এর পরিবর্তে Junaid Ahmad (জুনেদ আহমদ) S/o. Ishteyaque Ahmad (ইসতেয়াক আহমদ) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Junaid Ahmad Nasim Quraishi (জুনেদ আহমদ নসিম কুরেশি) S/o. Ishteyaque Ahmad (ইশতেয়াক আহমদ) & Junaid Ahmad (জুনেদ আহমদ) S/o. Ishteyaque Ahmad (ইসতেয়াক আহমদ) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/03/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 48 নং এফিডেভিট বলে আমি Abhinandan Paul (old name) S/o. Abhijit Pal, R/o. Gohaldaha, Paratal, Jamalpur, Purba Bardhaman-713408, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Abhinandan Paul নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abhinandan Pal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Abhinandan Pal & Abhinandan Paul S/o. Abhijit Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 19/03/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 906 নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Paul (old name) S/o. Shyamapada Pal, R/o. Gohaldaha, Paratal, Jamalpur, Purba Bardhaman-713408, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Avijit Paul নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Abhijit Pal (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Abhijit Pal & Avijit Paul S/o. Shyamapada Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Abhinandan Pal.

গত 27/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8259 নং এফিডেভিট বলে আমি Swarup Kumar Pal S/o. Sambhu Charan Pal ও Swarup Kumar Pal S/o. Es Sl Pal ও Swaroop Kumar Pal S/o. Lt. S C Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০২৩ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১১৬১৩/ ২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা (১) প্রবীর ভট্ট, (২) বঙ্কিম ভট্ট, (৩) অনিল ভট্ট ও (৪) জয়দেব ভট্ট, সর্ব পিতা- ঁহরনাথ ভট্ট, সাং ও পোঃ গোবরাপোতা, থানা- কোতয়ালী, হাল ভীমপুর, জেলা- নদীয়া তাহাদের স্বত্ত্বদখলীয় ৯৭নং সোন্দা মৌজায় L.R ১২০৪১, ১২১০০, ১২০৫৭, ১২০৮৬ নং খতিয়ানভুক্ত ৫৭৫৭ নং L.R দাগে ৫১.৫০ শতক সম্পত্তির সাপেক্ষে দীপক বিশ্বাস, পিতা-ঁবিভূতি বিশ্বাস, সাং ও পোঃ আসাননগর ও অর্ঘ্যকমল বিশ্বাস, পিতা- কুমুদ রঞ্জন বিশ্বাসকে তাহাদের আমমোক্তার নিযুক্ত করায় উক্ত দীপক বিশ্বাস ও অর্ঘ্যকমল বিশ্বাস আমমোক্তার হিসাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং উক্ত আমমোক্তার বলে গত ইংরাজী ২৪.১০.২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর ADSR অফিসে ১০৪৫৮/২০২৪ নং দলিল দ্বারা খোকন পাল, পিতা- শ্রী চন্ডী পাল উক্ত সম্পত্তি হইতে ০৫.৭৭৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন এবং ঐ তারিখে ঐ অফিসে ১০৪৫৯/২৪ নং, গৌতম পাল, পিতা- সুনীল পাল উক্ত সম্পত্তি হইতে ০৭.৪২৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন এবং ঐ তারিখে ঐ অফিসে ১০৪৬০/২৪নং দলিল দ্বারা প্রশান্ত পাল ও অমৃত পাল, উভয়ের পিতা শ্রীচন্ডী পাল উক্ত সম্পত্তি হইতে ০৭.৪২৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন এবং ২৯.১১.২০২৪ তারিখে ঐ অফিসে ১১৬৭৫/২০২৪ নং দলিল দ্বারা প্রশান্ত বিশ্বাস ও স্বদেব বিশ্বাস, উভয়ের পিতা শ্রী স্বপন বিশ্বাস উক্ত সম্পত্তি হইতে ০৪.৯৫ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর B.L & L.R.O ১ নং অফিসে এসে জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে। **জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট, জাজেস কোর্ট, নদীয়া।**

PUBLIC NOTICE

That my clients Chandra Debnath and Tanmoy Debnath lost the Original Deed vide No. 00385/2010 registered at ADSR Chandpara dated 19/01/2010 which was in their custody. GDE Lodged at Chakdaha PS Vide GDE No.2519, Dated 30/03/26. If anyone has any objection contact me with relevant documents within 7 days. Thereafter no claim will be accepted.

Pranayan Chandra
Advocate
Insta Legal Services
Mobile : 8777407081

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মক্কেলগণ, গোপীকান্ত দাস, গীতা রানি দাস, এবং প্রিয়াঙ্কা দাস যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২.৫০ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ ৭৯০ বর্গফুট, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬৯৬, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯১, জেএল নং ১০০, মৌজা- কোনান, থানা - ধনিয়াখালি, জেলা -হুগলি, এক মূল রেজিস্ট্রিকৃত পূর্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ধনিয়াখালি, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৫৪৫০৭ থেকে ৫৪৫২১, দলিল নং ০৬১৩০৩৪৮৩-২০২৪ সালের স্থানান্তরিত/ হারিয়ে গিয়েছে। উক্ত দলিলের স্থানান্তরিত/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১৬৭ তারিখ ০৪.০৩.২০২৬ ধনিয়াখালি থানায় দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/হারিয়ে যাওয়া দলিল বিষয়ে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে দাবি দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দাবি অগ্রাহ্য হবে।

দাস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
অফিস নং ২২৯, ৩য়তল, ডেলটা হাউস,
৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, (উত্তর), কলকাতা- ৭০০০০১
এম - ৭৯৮০০৩২২৫৬/৯৯৩২২০৫৭৭১
ই-মেল : dasprabir.pd81@gmail.com/ dasprabir82@gmail.com
তারিখ : ০৩.০৪.২০২৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা এপ্রিল, ১৯শে চৈত্র। শুক্র বার। প্রতিপদ তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তালড্যাংরায় নির্বাচনী প্রচারে এসে কেন্দ্র সরকারকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: তালড্যাংরা বিধানসভার বিবরদা কলেজ মাঠে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহ বাবুর সমর্থনে সভা করলেন তৃণমূলের সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের প্রথমেই তিনি বলেন, তালড্যাংরা থেকে তৃণমূলের জয় সময়ের অপেক্ষা। তালড্যাংরা বিজেপির প্রার্থী প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় নিন্দা করে বলেন, আমরা যাদের নোংরা বালতিতে ফেলে দিই, বিজেপি তাদেরকে কুড়িয়ে নিয়ে বসায়। বিজেপি আমাদের অধিকারের টাকা বন্ধ করেছে। তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সিমলাপাল ব্লকে কড়াকানালিতে আইটিআই করেছে তৃণমূল সরকার। ৪ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন নদীতে বাঁধ তৈরি হয়েছে। জয় বাংলা পেনশনে ১৪, ৬২৩ জনকে আমাদের সরকার সাহায্য করেছে। ৭,৫২৫ জন মায়েরা বিধবা ভাতা পেয়েছেন। সিমলাপাল মাচাতোড়া এবং দুরবরাজপুর জিপিতে পাঁচটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রিপোর্ট কার্ড প্রসঙ্গে তিনি বিজেপিকে বলেন, বিজেপি রিপোর্ট কার্ড নিয়ে ফাঁকা ময়দানে বসুন, বিজেপিকে যদি ল্যাজে গোবরে না করতে পারি, তবে আমার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয়। ১৫ টা গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে তালড্যাংরা বিধানসভা, এই ১৫ টা গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের সরকার ৭৩ হাজার মায়েদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিচ্ছে আর বাঁকুড়া জেলায় ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছে।

বাংলার বাড়ি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার আবাস যোজনায় গত দু'বছরে তালডাংরা বিধানসভায় ১৪ হাজার ৫৫০ জন গরিবদের মাথায় ছাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আজকের সভায় খাদ্যসাথী প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, তিনলক্ষ জন প্রতিমাসে তালড্যাংরা বিধানসভা থেকে রেশন পাচ্ছে। ৫২ হাজার কৃষক ভাইয়েরা কৃষক বন্ধু সাহায্য পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ফেব্রুয়ারিতে যুবসাথীর কথা ঘোষণা করেছে এবং মার্চের ছয় তারিখের মধ্যে টাকা দিয়েছে। তালড্যাংরা বিধানসভায় ২৫ হাজার ৭৮৩ জন পনেরশো টাকা করে যুব সাথী প্রকল্প পেয়েছে। দিল্লি সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, যদি দিল্লির বহিরাগত নেতারা প্রমাণ করতে পারে পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকার বাঁকুড়া জেলার জন্য ১০ পয়সা দিয়েছে তাহলে রাজনীতি আমি রাজনীতির আঙ্গিনায় পা রাখ ব না। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দশপ্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন সাংবাদিক সম্মেলন করে, আমাদের সরকার বাংলার মাটিতে যতদিন থাকবে, মায়েরা, দিদিরা আজীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাবেন। এদিন প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার সাধারণ জনগণকে লাইনে দাঁড় করাতে ভালোবাসেন। এবার এর জবাব বাংলার জনগণ কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়েই দেবে।

সব আসনে লড়াই কংগ্রেসের, শেষ তালিকায় চমক সাগরদিঘি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগরদিঘি: রাজ্যের সমস্ত ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী ঘোষণা করে পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী লড়াইয়ে নামল কংগ্রেস। প্রথম দফার তালিকার পর বুধবার বাকি আসনগুলির নাম প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বাড়ল কৌতূহল। বিশেষ করে সাগরদিঘিতে অভিজ্ঞ নেতা মনোজ চক্রবর্তীর প্রার্থী হওয়া ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

দলীয় সূত্রের বক্তব্য, হারানো জমি পুনরুদ্ধারই লক্ষ্য, তাই অভিজ্ঞতার উপরেই ভরসা। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রেই উপনির্বাচনে জিতে পরে দলবদল করেছিলেন বাইরন বিশ্বাস। শ্রীরামপুরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে প্রার্থী করা হয়েছে। অন্যদিকে বাদুড়িয়ায় দলবদল করে আসা কাজি আব্দুর রহিম (দিলু)-র উপর আস্থা রেখেছে কংগ্রেস।

এদিকে বাম শিবিরেও স্পষ্ট হয়েছে আসন সমঝোতার ছবি। বিমান বসু জানিয়েছেন, ২৫২টি আসনে লড়বে বামফ্রন্ট, বাকিগুলি জোটসঙ্গীদের জন্য ছাড়া হয়েছে। তাঁর কথায়, আইএসএফ ৩০টি, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন ৮টি আসনে লড়বে। সব মিলিয়ে, জোট-রাজনীতির জটিল অঙ্কের মধ্যেই স্পষ্ট; এই নির্বাচনে প্রতিটি আসনেই ত্রিমুখী লড়াইয়ের ইঙ্গিত ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

মালদা-কাণ্ডে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন তুললেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগাতার উস্কানি এবং তোষণের রাজনীতির কারণে রাজ্যের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে, জুডিশিয়াল আধিকারিকদের উপরেও এই ধরনের প্রাণঘাতী আক্রমণ সংঘটিত হয়! ঘটনার বর্ণনায় তিনি আরও বলেন, প্রথমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘেরাও, লাগাতার হুমকি, ভীতি প্রদর্শন ; তারপর পরিকল্পিতভাবে গাড়িতে আক্রমণ। তাঁর দাবি, পথে বাঁশ ফেলে গতি রোধের চেষ্টা করা হয় এবং ইট-পাথর, লাঠি দিয়ে গাড়ি ভাঙচুর চালানো হয় প্রকাশ্যে। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করে সুকান্তর বক্তব্য, এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নিজের সাংবিধানিক আসনের ন্যূনতম মর্যাদা না রেখে তিনি ক্রমশ উস্কানি দিয়ে গেছেন। ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করে তিনি জানান, অবিলম্বে কঠোর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি ভারতের নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন সুনীল সিং, রাজু সাহানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : বিদায়ী বিধায়িকা মঞ্জু বসু তৃণমূল ছেড়েছেন। কিন্তু তিনি আর রাজনীতি করবেন না। রাজনীতি থেকে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। এদিকে নোয়াপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং সোমবারই তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, গত ২৭ মার্চ সন্ধেয় নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সুনীল সিং। এরপরই তাঁকে নিয়ে দলবদলের জল্পনা তৈরি হয়েছিল। যদিও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুনীল সিং জানিয়েছিলেন, তিনি টিকিট কেটেছেন। টিকিট কার্নফাম হলেই তিনি জানিয়ে দেবেন। প্রসঙ্গত, সোমবার বিকেলে হাজিনগরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অর্জুন সিং ও বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাসের সঙ্গে পা মেলান হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে গিয়ে সুনীল সিং এবং রাজু সাহানি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সূত্র বলছে, আগামী ৬ এপ্রিল বিহারের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরেই পদ্মফুলে যোগ দিতেন পারেন প্রাক্তন বিধায়ক সুনীল সিং এবং প্রাক্তন পুরপ্রধান রাজু সাহানি। প্রসঙ্গত, সুনীল সিংয়ের মতোই তৃণমূলে কোণঠাসা রাজু সাহানি। এদিন সুনীল সিং জানান, ভবানীপুরে গিয়ে তিনি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি যেই টিকিট কেটে ছিলেন, সেটা কানফার্ম হয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। অপরদিকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা জানালেও, দলবদল নিয়ে কিছুই জানাতে চাননি রাজু সাহানি।

'সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন'

উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে; এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সল্টলেকের দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ শুরু হতেই পরিকল্পিতভাবে অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চলা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। মালদার সুজাপুরের ঘটনাকে সামনে এনে শমীক বলেন, বিচারকদের ঘেরাও ও আক্রমণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য গভীর উদ্বেগের। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। তাঁর কথায়, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় জনবিন্যাস পরিবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এক ধরনের 'সাইলেন্ট ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন' চলছে, যা রাজ্যের সামাজিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলছে।

ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে কোনও ধরনের নির্বাচনী প্রচার নয়, কঠোর নিষেধাজ্ঞা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে 'সাইলেন্স পিরিয়ড' সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কঠোর ভাবে পালন করতে হবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে কোনও ধরনের নির্বাচনী প্রচার, মতামত বা রাজনৈতিক বার্তা সম্প্রচার করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, জন প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ১২৬ ধারায় এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। এই সময়সীমায় টেলিভিশন, রেডিও, কেবল নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনও মাধ্যমে এমন কোনও বিষয়বস্তু প্রচার করা যাবে না, যা কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রভাব ফেলতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল। সে ক্ষেত্রে ২১ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত 'সাইলেন্স পিরিয়ড' কার্যকর থাকবে। দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল হওয়ায় ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা থেকে একই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সময় টিভি চ্যানেল বা রেডিও আলোচনায় অংশ নেওয়া অতিথি বা প্যানেলিস্টদের মন্তব্যও যেন কোনওভাবে ভোটারদের প্রভাবিত না করে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এমনকী কোনও মতামত সমীক্ষা বা রাজনৈতিক বার্তাও এই সময় প্রচার করা যাবে না।

একইসঙ্গে কমিশন আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে, ৯ এপ্রিল সকাল ৭টা থেকে ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত এক্সিট পোল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে। এই নির্দেশ অমান্য করলে সর্বোচ্চ দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা, অথবা উভয় শাস্তিই হতে পারে।

কুশাসন উৎখাতের ডাক অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার সকালে জগদ্দল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারকে সঙ্গে নিয়ে সার্কাস মোড়ের খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরিঘাট সন্নিহিত হনুমান মন্দিরে পুজো দিলেন পদ্ম শিবিরের লড়াকু সৈনিক অর্জুন সিং। পুজো শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, বাংলা থেকে 'কুশাসন' উৎখাত করতে পবন পুত্র হনুমানজির কাছে তিনি আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন। তাঁর কথায়, খাটুশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের একটা রূপ। অধর্ম নাশ হয়ে যাতে ধর্মের জয় হয়, খাটু শ্যামজির কাছে তিনি সেই প্রার্থনা করলেন।

কলকাতায় আইনজীবীদের মিলনমেলায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস

শম্ভুনাথ ভৌমিক

সারা বিশ্বে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাফল্যকে সম্মান জানাতে পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সেই উপলক্ষেই শহরে এক আলাদারকম উদ্‌যাপনের সাক্ষী থাকল মেয়ো রোডের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাব। বার অ্যাসোসিয়েশন লেডি অ্যাডভোকেটস অফ সিটি সেশন এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রায় আড়াইশো মহিলা আইনজীবী সদস্য। আদালতের ব্যস্ততা থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে এক অন্যরকম দিন উপভোগ করেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পায়েল মুখার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বার অ্যাসোসিয়েশন সিজিএম কোর্টের সভাপতি সঞ্জয় সিং, সচিব রাজা সেনগুপ্ত, অ্যাডভোকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব প্রবীর মুখার্জি, ল ইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব চঞ্চল জানা, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট টেনিস ক্লাবের সচিব সমর ঘোষ (গান্ধি দা)।

'রেজারেকশন'-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে ক্যানসার স্ক্রিনিং ও সচেতনতায় জোর

কলকাতা: সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে গত দু'বছর ধরে নিরলস কাজ করে চলেছে 'রেজারেকশন' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বিভিন্ন কমিউনিটিতে বিনামূল্যে মার্কার টেস্টের মাধ্যমে ক্যানসার স্ক্রিনিং শিবির আয়োজন করে এরমধ্যেই নজর কেড়েছেন তাঁরা। গত মার্চ মাস জুড়েই ক্যানসার সচেতনতা নিয়ে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করে রেজারেকশন সংগঠনটি। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে হাওড়ার ইন্ডিয়ান পাবলিক স্কুলে শিক্ষিকা ও অভিভাবিকাদের জন্য 'নারীদের ক্যানসার' বিষয়ে একটি সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হয়। সেখানে বিনামূল্যে সিএ ১২৫ এবং সিএ ১৫.৩ স্ক্রিনিং পরীক্ষার মাধ্যমে ডিম্বাশয় ও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকি নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি দন্ত চিকিৎসকদের মাধ্যমে মুখগহ্বরের ক্যানসারের সম্ভাবনাও পরীক্ষা করা হয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৮ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার

ভবানীপুরে প্রধানমন্ত্রীর রোড শো?

■ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ লগ্নে দক্ষিণ কলকাতায় শক্তি প্রদর্শনের ছক কষছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শেষ দফার প্রচারে শহরের এই অংশে রোড শো করতে পারেন। এই কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুর। বিজেপির এক নেতার কথায়, ভবানীপুর প্রতীকী লড়াইয়ের জায়গা, তাই এখানেই রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছে দল। দলীয় অন্দরেই ইঙ্গিত, লোকসভা ভোটের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবারও বড় জমায়েতের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে ২৮ মে উত্তর কলকাতায় রোড শো করেছিলেন মোদী। এবার সেই কৌশল বদলে দক্ষিণ কলকাতায় ফোকাস সরিয়ে আনা হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি শিবিরের দাবি, শেষ দফায় এই রোড শো নির্বাচনী লড়াইয়ে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

উদ্বেগে শুভেন্দু

■ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সল্টলেকে বিজেপির সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে বিচারব্যবস্থার উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চলছে, যা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। অতীতের একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, বিচারপতিদের হুমকি, আদালত প্রাঙ্গণে অশান্তি এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার ঘটনা বারবার সামনে এসেছে। মালদার সুজাপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি কড়া ভাষায় বলেন, এটি একটি সংগঠিত অপরাধ। তাঁর অভিযোগ, এর সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্ব জড়িত। একই সঙ্গে তিনি দাবি তোলেন, অবিলম্বে সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার করতে হবে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনী প্রচার নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্য, বিজেপি প্রার্থীদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রশাসনের একটি অংশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না।

নির্বাচন কমিশনে সিপিএমের অভিযোগ

■ নির্বাচনী প্রচারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে। তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। দলের তরফে পাঠানো চিঠিতে অভিযোগ, ২৭ মার্চ রাজ্য সফরে এসে শাহ এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর এবং নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী। বিশেষ করে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া (এসআইআর) নিয়ে তাঁর বক্তব্য নিয়েই আপত্তি তুলেছে সিপিএম। চিঠিতে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, এসআইআরকে এনআরসি-র সঙ্গে যুক্ত করা বিভ্রান্তিকর এবং বিপজ্জনক ইঙ্গিত বহন করে। পাশাপাশি অভিযোগ, নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নয়, সংবিধান তা অনুমোদন করে না।

দুই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে এফআইআর

■ নির্বাচনের মুখে প্রশাসনিক কড়াকড়ি আরও স্পষ্ট। সিইও দপ্তর ঘেরাও ও রাতভর বিক্ষোভের ঘটনায় কলকাতায় দুই তৃণমূল কাউন্সিলর-সহ ছ'জনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করল পুলিশ। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু ও শচিন সিং। পুলিশের দাবি, বেআইনি জমায়েত করে রাস্তা অবরোধ, স্লোগান এবং কর্তব্যরত পুলিশকে বাধা দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চ গভীর রাতে স্ট্র্যান্ড রোডে এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বারবার অনুরোধ করা হলেও তা মানা হয়নি বলেও এফআইআর-এ উল্লেখ।

অবশেষে কাটল জট, ভোটের পর চিড়িংঘাটার অরেঞ্জ লাইনের কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে কাটল জট, ভোটের পর ১৫ মে থেকে শুরু হবে কাজ। ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ হয়ে গেলেই নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ রুট জুড়ে যাবে। চিংড়িহাটায় নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্পের (অরেঞ্জ লাইন) কাজ পুলিশি অনুমতি ও ট্রাফিক ব্লক না মেলায় দেড় বছরের বেশি সময় ধরে আটকে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কাজ দ্রুত শুরু করার নির্দেশ দিলেও এখনও কংক্রিটের স্ল্যাব বসানোর জন্য ট্র্যাফিক ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছিল না, ফলে নির্মাণকাজ স্থগিত ছিল। চিংড়িঘাটা এলাকায় মেট্রোর কয়েকটি পিলার রয়েছে। তার উপর গার্ডার বসিয়ে ট্র্যাক বসানোর কাজ হবে। বাকি মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ। কিন্তু এই এলাকায় ট্রাফিক ব্লক নিয়ে সংঘাত তৈরি হয় রাজ্য ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের মধ্যে। তা নিয়ে একাধিক জটিলতা দেখা যায়। মামলা যায় সুপ্রিম কোর্টে।

মেট্রো রেল সূত্রে খবর, চিংড়িঘাটা জট কাটলেও চিংড়িঘাটা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যেতে আরও ৭-৮ মাস সময় লাগতে পারে। নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত সেক্টর ফাইভের সংযোগেই অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে আদালত জানায়, কলকাতা হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। পুরো বিষয়টি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে হবে বলেও নির্দেশে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের সমালোচনা করেন প্রধান বিচারপতি। এদিকে রাজ্য সরকারের দাবি, নির্বাচনের আগে এই কাজ এগোলে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘিত হতে পারে। সেইসঙ্গে যানজটের সমস্যাও বাড়তে পারে। যদিও সেই যুক্তি খারিজ হয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। অবশেষে বিধানসভা ভোটের পরে কাজ করার অনুমতি মিলল যানজটে স্বস্তি পাওয়া যাবে বলেই বিশেষজ্ঞমহলের মত।

এসএসসি আধিকারিকদের ভোটের কাজ থেকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের যে আধিকারিকদের ভোটের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছিল, তাঁদের সেই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত মার্চের শুরুতে। এসএসসি-র ২৪ জন কর্মীকে পোলিং ডিউটিতে নিযুক্ত করা হয়। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় কমিশন। তাদের যুক্তি ছিল, মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী দিয়ে একসঙ্গে প্রশাসনিক কাজ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানো অসম্ভব। বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে এসএসসি জানায়, মোট কর্মীর বড় অংশ ভোটের কাজে চলে গেলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়োগ শেষ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই ২০২৬ সালের ৩১ অগস্টের মধ্যে নতুন নিয়োগ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন জানায়, সংশ্লিষ্ট ২৪ জন আধিকারিককে পোলিং দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পরই মামলার নিষ্পত্তি করে দেয় হাইকোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ ঘিরে স্বস্তির সুর শোনা গিয়েছে এসএসসি-র অন্দরেও। তাদের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত না হলে সময়সীমা মেনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ত। নিয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলছে, তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। কমিশনের এই কর্মীরা একটি স্বশাসিত সংস্থার অন্তর্গত। তাই নির্বাচন কমিশনের তরফে তাদের সরাসরি ভোটের কাজে টেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তবে কমিশনের সিদ্ধান্তের পর এই কাজে আরও কোনও সমস্যা হবে না বলেই ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের।

ভবানীপুরে নতুন কৌশল তৃণমূলের, প্রতি ওয়ার্ড ভিত্তিতে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুরে জয়ের ব্যবধান বাড়াতে এবার একেবারে সূদ সংগঠনিক কৌশল নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ওয়ার্ড ধরে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি এলাকায় আলাদা নজরদারি নিশ্চিত করা যায়।প্রথমে দায়িত্ব ছিল সুব্রত বক্সি ও ফিরহাদ হাকিমের হাতে। তবে ভোট যত ঘনিয়েছে, ততই কৌশলে পরিবর্তন এনে গুরুত্বপূর্ণ ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডটি আলাদা করে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রী জাভেদ খানের হাতে। সংখ্যালঘু ও অবাঙালি ভোটার অধ্যুষিত এই এলাকায় বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা। দায়িত্ব পেয়ে জাভেদ খানের স্পষ্ট বার্তা, ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি ঘরে উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এই ওয়ার্ড থেকেই সবচেয়ে বড় ব্যবধান নিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। দলীয় সূত্রে খবর, বুথস্তরে কর্মী মোতায়েন থেকে শুরু করে বাড়ি বাড়ি প্রচার; সব ক্ষেত্রেই বাড়তি জোর দেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই; জয় শুধু নয়, ব্যবধানেই নজির গড়া। ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব তালিকা সুব্রত বক্সি ৬৩ (প্রাথমিকভাবে), ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড ফিরহাদ হাকিম ভবানীপুর বিধানসভার বাকি ওয়ার্ডগুলির প্রচার ও ভোট পরিচালনার দায়িত্ব জাভেদ খান সংশোধিত রণকৌশল অনুযায়ী শুধুমাত্র ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ণ দায়িত্ব

ভোট প্রচারে বেরিয়ে দেওয়াল লিখলেন চৌরঙ্গী বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করবেন অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসআইআর প্রক্রিয়ার দ্রুত গতিতে চলছে। আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। যদিও এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে কুরুচিপূর্ণ 'কার্টুন ছবি' বানিয়ে প্রচার করছে তৃণমূল কংগ্রেস। কার্টুন ছবি বানিয়ে ভাইরাল করা রীতিমতো আদালত অবমাননার মধ্যেই পড়ে। কার্টুন ছবি-সহ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস সামাজিক মাধ্যমে লিখেছে, বাংলা জুড়ে ছারপোকারা কাটছে সবার নাম; মানুষই আজ জোট বেঁধেছে, করবে কাম তামাম! দিদি আছেন রক্ষাকর্ত্রী, যতই করুক হামলা। আবার জিতবে বাংলা। জুডিশিয়ারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কার্টুন বানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিজেপি প্রার্থী বলেন,

দেশের সংবিধানকে মমতা ব্যানার্জি চ্যালেঞ্জ করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেন সুয়োমোটো মামলা করা হল না? মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে তিনি খুব শীঘ্রই আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করতে চলেছেন। আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে তিনি এবার সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তাঁর দাবি, যে বা যাঁরা কার্টুন ছবি বানিয়ে ভাইরাল করছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও মামলা করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, আইপ্যাক এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব করছে। প্রাক্তন সাংসদ তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সাফ বক্তব্য, মমতা ব্যানার্জি চাইছেন, ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করতে। তাঁর কথায়, মমতা ব্যানার্জি নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করছেন। এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত, মালদার কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসে বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত আটক ছিলেন সাত জুডিশিয়াল অফিসার। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদেরকে উদ্ধার করেন। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, কালিয়াচকের ঘটনা জুডিশিয়ারিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছে। এই বিষয়ে সুপ্রিমকোর্টের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তাঁর দাবি, নির্বাচন বিধি লাগু হওয়া সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও মমতা ব্যানার্জির পুলিশের হাতে রয়েছে। ৩৫৫ ধারা প্রয়োগ করে অবিলম্বে পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে সঁপে দেওয়া উচিত।

সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে উদ্ধার অস্ত্রের লাইসেন্স নেই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে শহরে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার তৎপরতা আরও জোরালো হল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশিতে কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে 'সোনা পাপ্পু'র বাড়ি থেকে উদ্ধার হল একটি আগ্নেয়াস্ত্র, যার কোনও বৈধ লাইসেন্স নেই বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করে গড়িয়াহাট থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের কথায়, অস্ত্র আইনে মামলা রুজু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে তল্লাশিতে আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। একটি বিলাসবহুল গাড়ি এবং একাধিক সম্পত্তির নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এক আধিকারিকের দাবি, এই সম্পত্তির উৎস এবং আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখা হচ্ছে, এর সঙ্গে বেআইনি অর্থের যোগ থাকতে পারে। সোনা পাপ্পুর নামে বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বুধবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে অভিযান চালায় ইডি। কসবার পাশাপাশি বেহালা-সহ আরও কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত বা তাঁর পরিবারের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তথ্যের ভিত্তিতেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তবে ভোটের আগে এই অভিযান ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল থেকেই কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। সেই তালিকায় ছিল দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়িও। এ ছাড়াও বালিগঞ্জের এক সংস্থার অফিসেও তল্লাশি অভিযানে নামে ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, বুধবার রাতে বেহালার এক সংস্থার কর্তার বাড়ি থেকে এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে।

কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অতীন ঘোষের জনসংযোগ কর্মসূচি।

এপ্রিলের শুরুতেই তাপপ্রবাহের ইঙ্গিত, ৪০ ছোঁয়ার পথে পারদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হঠাৎ করেই বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার মেজাজ। গত দু'দিনের তুলনায় তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য ঊর্ধ্বগতির ইঙ্গিত দিয়ে রাজ্যে গরমের দাপট বাড়ার পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। ফলে কার্যত গ্রীষ্মের তীব্র পর্বে প্রবেশ করছে দক্ষিণবঙ্গ। আবহাওয়াবিদদের বক্তব্য, আগামী কয়েক দিনে ধাপে ধাপে তাপমাত্রা বাড়বে, অনেক জায়গায় স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি থাকতে পারে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে পারদ ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রির দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় আর্দ্রতার মাত্রা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত উঠতে পারে, ফলে অস্বস্তি বাড়বে। বৃহস্পতিবার থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়ায় গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ার সতর্কতা জারি হয়েছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, তপ্ত বাতাস বা 'লু' এই অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে ৭ থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে আবহাওয়ায় কিছুটা বদল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তিলোত্তমায় চড়া রোদের দেখা মিলেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। অন্যদিকে, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৮ ডিগ্রি কম। সপ্তাহান্ত পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে বলেই ইঙ্গিত, যদিও রবিবার কয়েকটি জেলায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

রঙিন কলকাতার অন্তরালে সুতো বোনে উনসানির কারিগররা, বাজারে চড়া চাহিদা, উঠছে দামের গ্রাফও

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটের মরশুম এলেই কলকাতার রাস্তাঘাট যেন এক চলমান ক্যানভাস। মোড়ে মোড়ে উড়তে থাকে নানা দলের পতাকা, মিছিল-সভায় রঙের বহর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কিন্তু এই বর্ণময়তার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে এক নিরলস শ্রমযজ্ঞ, যার মূল সুর বেজে ওঠে হাওড়ার উনসানির কারখানাগুলিতে। সেখান থেকেই প্রতিদিন শহরের বাজারে ঢুকছে হাজার হাজার পতাকা; আর সেই স্রোতের কেন্দ্র এখন বড়বাজার।

নির্বাচনের সূচি ঘোষণার পর থেকেই উনসানির কারখানাগুলিতে কাজের চাপ বহুগুণ বেড়েছে। সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা; প্রায় বিরামহীন ছন্দে চলছে সেলাই মেশিন। কারিগর শেখ সাইফুল বললেন, ইদের জন্য মাত্র দু'দিন ছুটি পেয়েছিলাম। এখন দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। সময়মতো ডেলিভারি না দিলে চলবে না। চাহিদার নিরিখে সবচেয়ে বেশি তৈরি হচ্ছে ১৫-২০ ইঞ্চি এবং ২০-৩০ ইঞ্চি মাপের পতাকা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগেই অর্ডারের চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে, অতিরিক্ত কারিগর এনে কাজ সামলাতে হচ্ছে। কারখানার ভেতরে রাজনৈতিক বিভাজনের কোনও চিহ্ন নেই; একই ছাদের নীচে তৈরি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএমের পতাকা। মালিক রাজু হালদারের কথায়, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ; প্রায় সব জায়গায় এখান থেকে পতাকা যায়। কলকাতার বড়বাজারেও নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। ভোট এলেই চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এই চাহিদার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দামে। বড়বাজারের ব্যবসায়ী মহেশ আগরওয়াল জানালেন, ছোট পতাকা ১০-১৫ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে, বড় সাইজের ক্ষেত্রে ৩০-৫০ টাকাও লাগছে। অর্ডার বেশি থাকলে দাম কিছুটা ওঠানামা করছে। দোকানি সঞ্জয় গুপ্তর কথায়, মনোনয়ন জমা পড়ার পর থেকেই বিক্রি হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। প্রতিদিন নতুন অর্ডার আসছে, তাই সরবরাহের ওপরেই দাম নির্ভর করছে। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরাও স্বীকার করছেন চাহিদার এই চাপ। তৃণমূল কংগ্রেসের অরূপ মণ্ডল বললেন, এবার আমাদের এলাকায় প্রচার অনেক বড় করে হচ্ছে। তাই একসঙ্গে অনেক পতাকা অর্ডার দিতে হয়েছে। বিজেপির সঞ্জয় দাসের বক্তব্য, বুথে বুথে সংগঠন মজবুত করতে গেলে পতাকা অপরিহার্য, তাই নিয়মিত অর্ডার দিতে হচ্ছে। সিপিএমের রফিকুল ইসলাম বললেন, আগেভাগে অর্ডার না দিলে পরে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়।

তবে এই বাণিজ্যিক উচ্ছ্বাসের আড়ালে রয়ে যায় এক অন্য বাস্তব। যাঁদের হাতে তৈরি হচ্ছে এই বিপুল আয়োজন, ভোটের পর তাঁদের খোঁজ আর খুব একটা রাখে না কেউ। শেখ সাইফুলের আক্ষেপ, ভোট শেষ হলে আমাদের আর কেউ মনে রাখে না। তবু প্রতি নির্বাচনেই একই ছবি, কলকাতার রঙিন রাজনৈতিক আবহের নেপথ্যে নীরবে সুতো বুনে চলেন উনসানির কারিগরেরাই।

আচমকা স্থগিত প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউ, ক্ষুব্ধ চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আচমকা ব্রেক টানল পর্ষদ। ষষ্ঠ থেকে দশম পর্যায়ের ইন্টারভিউ ও অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে নতুন করে অনিশ্চয়তার ছায়া। বুধবার জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে কারণ স্পষ্ট না হলেও, পর্ষদ কর্তাদের বক্তব্য; নির্বাচনের সময় যাতায়াতের অসুবিধার কথা জানিয়ে বহু আবেদন এসেছিল, তাই এই সিদ্ধান্ত। পর্ষদ সভাপতি জানান, কিছু জেলায় ইন্টারভিউয়ের দিনই ভোট রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে স্থগিত করা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের ক্ষোভ, ২০২২-এ টেট পাশ করার পরও নিয়োগ হয়নি। এখন আবার নতুন করে দেরি!

সম্পাদকীয়

দাপট দেখাতে শুরু করল এআই, বিকল্পের খোঁজে হিমশিম বিশেষজ্ঞরা

এআই বা কৃত্রিম মেধা। এই এআই নিয়ে আশঙ্কাটা ছিলই। এবার সেই আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে দাপট দেখাতে শুরু করল এআই। তথ্য বলছে, খুব সম্প্রতি রাতারাতি ৩০ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করেছে মার্কিন টেক জায়ান্ট সংস্থা ওরাকেল। ভারত-সহ বিশ্ব জুড়েই সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটে এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া চলেছে। যে কায়দায় ওরাকেল এই ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু করেছে তাতে কাঁপুনি ধরে গিয়েছে সর্বত্র। বিশ্ব জুড়ে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প টালমাটাল। ভারতের প্রায় ১২ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন বলে এখনও পর্যন্ত খবর আসছে। অনেক কর্মী জানিয়েছেন, তাঁরা সকাল ৬টায় ছাঁটাইয়ের ই-মেইল পেয়েছেন। চলতি অর্থবর্ষে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার আয় বাড়ার পরেও এই গণ ছাঁটাইয়ের পিছনে মানব সম্পদের বদলে কৃত্রিম মেধার ব্যাপক ব্যবহারই অন্যতম কারণ হিসাবে উঠে আসছে। প্রাথমিক ভাবে ৩০ হাজার কর্মী-ছাঁটাইয়ের কথা জানা গেলেও ওরাকেল তাঁদের চাকরি হারানো কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা সঠিক ভাবে জানায়নি। ফলে সমস্যাটা আরও গভীর সেটা না বললেও চলে। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলি দাবি করছে, ওরাকেলের এই ছাঁটাইয়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ভারত ও মেক্সিকোয়। ভারতে সংখ্যাটা ১২ হাজারের কাছাকাছি। মোদ্দা কথা এই কৃত্রিম মেধা এসে গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে রক্তমাংসের কর্মীর। এআই একাই অসংখ্য কর্মীর কাজ করে দেবে এবং তা নিখুঁত ভাবে। ফলে আর্থিক লাভ বাড়বে বলে মনে করছে কর্পোরেটগুলি। তাই শুরু হয়েছে দেদার কর্মী ছাঁটাই। শুধু ওরাকেলের পথ গত এক, দেড় বছর ধরে গুগল, মাইক্রোসফট, অ্যাপেল, উইপ্রো, ইনফোসিস-এর মতো আন্তর্জাতিক টেক জায়ান্টগুলি দেদার কর্মী সংকোচনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে এর মধ্যেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এটা স্পষ্ট, যতদিন গড়াবে এআইয়ের দাপটও বাড়বে। তাহলে এখন ওপায়? না এখনও স্পষ্ট কোনও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই বিরাট ধাক্কা সামলাতে ওপায় খুঁজে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত ভরসা পাওয়ার মতো কোনও মত মেলেনি। ফলে অপেক্ষাই এক এবং একমাত্র বিকল্প।

শব্দছক ১১৯

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. অপছেদ্দা ৪. ভয় ৬. তেতো ৭. একটি পুষ্পজাত ৯. বৃক্ষ ১০. রঙিন ১১. বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যা হস্তান্তর ১২. বাঁকাকথা ১৪. বঙ্গের ষষ্ঠ ঋতু ১৫. শ্বাস ১৬. পয়ঃপ্রণালী ১৭. তিরষ্কার করা ১৮. কাঁধ ১৯. চাঁদ

ওপর-নিচ: ১. পতিহারা নারীর পতির জন্য পরিতাপ ২. নিঃস্ব ৩. কারুণ্যসহ ৫. ধোপা ৮. বীরের শক্তি সম্বলিত ৯. সেই সময়কার ১২. শয়তান ১৩. কামার ১৪. বেশী বয়সের ব্যক্তি ১৭. হত্যা

সমাধান ১১৮ — পাশাপাশি: ১. উচ্চাকাঙ্খা ৩. পয়লা ৫. রণ ৬. সমাপন ৯. পান্না ১০. কবর ১১. চাকর ১৩. হিম ১৪. মাতলামো ১৪. চিনি ১৮. বাসুকি ২০. সমাপ্ত

ওপর-নিচ : ১. উট ২. কালিমা ৩. পণ ৫. লাভা ৫. রণ ৬. সন্না ৭. পথিক ৮. অবহেলা ৯. পাখা ১১. চামচিকি ১২. রমা ১৫. তণিমা ১৬. মেষ ১৭. ভাবা

আজকের দিন

■ ১৯৭৩ — মটোরোলার মার্টিন কুপার বেল প্রথম হ্যান্ডহেল্ড মোবাইল ফোন কলটি করেন।

■ ২০১০ — অ্যাপল প্রথম আইপ্যাড উন্মোচন করে।

■ ২০১৬ — 'পানামা পেপার্স' প্রকাশিত হয়, যার মাধ্যমে অফশোর ট্যাক্স হেভেনগুলো উন্মোচনকারী লক্ষ লক্ষ নথি ফাঁস হয়ে যায়।

জন্মদিন

১৯০৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মণিবেন প্যাটেলের জন্মদিন।*

১৯৫৫ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হরিহরণের জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী জয়াপ্রদার জন্মদিন।*

জয়াপ্রদা

বিশ্বের জ্বালানি নিরাপত্তা ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির সংকট বর্তমানে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যদিও বিশ্বের কাছে এই পরিস্থিতির সংকট নতুন কোন বিষয় নয়, এর পূর্বেও বহুবার বিশ্বকে এই ধরনের সংকটে পড়তে হয়েছে, যা সামগ্রিকভাবে বিশ্ব অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। এ যাবৎ কালের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ১৯৭০ এর দশকে। সেই সময়কার বিশ্ব অর্থনীতিতে জ্বালানিজনিত আঘাত টি ছিল নীতিগত পরিকল্পনামাফিক বা নিয়ন্ত্রিত। ইয়োম কিপ্পুর যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইজরায়েলকে সমর্থন দেওয়ার কারনে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার নেতৃত্বাধীন কিছু দেশের ওপর আরবের তৈল উৎপাদকেরা যৌথভাবে তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন এবং সামগ্রিকভাবে তেলের উৎপাদন ও কমানো হয়েছিল। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তেলের দামের চারগুণ বৃদ্ধি ঘটেছিল। বিশ্বের বড় বড় দেশ গুলিকে পরিস্থিতির মোকাবিলায় জ্বালানি রেশনিং চালু করতে বাধ্য করেছিল। এই ঘটনা বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকট সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব বহুদিন ধরে বিস্তারিত ছিল। এর পরবর্তী সময়ে ফের একবার ১৯৭৯ সালে ইরানের বিপ্লবের সময় বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিতে তেল সংক্রান্ত আঘাত নেমে আসে। এরপর বেশ কয়েক দশক ধরে চলা ইরাক এবং ইরানের যুদ্ধ এবং গত শতকের নয়ের দশকে উপসাগরীয় যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকর প্রভাব বিশ্বের অর্থনীতিতে বারে বারে আঘাত হেনেছে। বর্তমান সময়ে একদিকে সেই ইরান এবং অপরদিকে ইজরায়েল ও আমেরিকার মধ্যে মাসাধিক কাল ধরে চলা যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে আরব দুনিয়ার বিভিন্ন তৈল উৎপাদক দেশের জড়িয়ে পড়ার কারণে, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে তৈল বা জ্বালানি সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা বিগত দিনের সমস্ত বিপর্যয়কে ছাপিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশ্বের বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক তৈল সরবরাহকারীরা এবং অর্থনীতিবিদেরা। বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্বের ইতিহাসে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি নিরাপত্তার উপর সবচেয়ে বড় হুমকি। এ বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্বের প্রধান জ্বালানি সরবরাহকারী পথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গিয়ে বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি সংকটের আবহ সৃষ্টি করেছে, বর্তমান আধুনিক পৃথিবীতে তার অনেক বিকল্প পথও খোলা আছে। বর্তমানে ইরানের বিষয় নিয়ে যেভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন হরমুজ প্রণালীর বিষয় নিয়ে তিনি যথেষ্ট অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আছেন। ঠিক সেই কারণেই ইরানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত আনতেও তিনি যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত। হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত করার বিষয় নিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে তিনি আগ্রাসী মনোভাব দেখালেও, ইজরায়েল এবং কয়েকটি দেশ বাদে সেই ধরনের বড় শক্তি বা দেশকে তিনি পাশে পাবেন না, এই সরল সত্যটি তিনি সহজেই অনুমান করতে পেরেছেন। সামরিক জোট ন্যাটো স্পষ্ট ভাষায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কে জানিয়ে দিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই প্রায় একা হয়ে যাওয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটো জোটের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হয়েছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার এর সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প এর ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলোচনাও ফলপ্রসু হয়নি, কারণ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইরানের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া এই যুদ্ধে তারা আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির উচ্চ মূল্য বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতি কে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং এর অবসম্ভাবী ফল হিসাবে বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রগুলি সংকুচিত হয়ে দ্রুত বেকারত্বের হার বৃদ্ধি করে। এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সমাজের মূল কাঠামোকে অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। বহু দেশে ধর্মঘট, বেকারত্ব, দারিদ্রতা এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। দেশের মানুষ স্বচ্ছন্দে নিজেদের জীবিকা নির্বাহে ব্যর্থ হয়। বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক এই মন্দার ফলে বিশ্বের অর্থনীতি মারাত্মক রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যায়। সে দেশে বহু ছোট, বড়, মাঝারি শিল্প জ্বালানির অভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। বহু মানুষ এখন শ্রমহীন অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। জ্বালানির অভাবে কৃষি ক্ষেত্রের কাজ ও থমকে গেছে। অপর্যাপ্ত জ্বালানির কারণে সে দেশের সরকার বাধ্য হয়েছেন দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের এবং বিদ্যুতের খরচের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আনতে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য শুধু বাংলাদেশেই নয়, ভারতের পাশাপাশি অবস্থানে থাকা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দেশগুলিতেও জ্বালানির ব্যবহারে সরকারকে বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করতে হয়েছে। সামগ্রিক এই বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতেও ভারত, পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাকে জ্বালানি সরবরাহ করে সহায়তা করেছে। বিশ্বব্যাপী এই বিপর্যয়ের মধ্যে ভারতবর্ষকেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। রান্নার গ্যাসের অপর্যাপ্ত সরবরাহ এবং বাড়তি দামের কারণে বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁয় খাবারের দামের বৃদ্ধি ঘটেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত জ্বালানি পণ্য পেতে অগ্রাধিকারের তালিকা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, রান্নার গ্যাস বুকিং এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে, প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারকে জ্বালানির কালোবাজারি রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমাদের ভারতবর্ষের চাহিদা অনুযায়ী এখনো আগামী ৬০ দিনের জ্বালানি দেশে মজুদ রাখা আছে। এখনই আতঙ্কের কোন কারণ নেই বলে তিনি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেও, সদা সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আগামী দিনে এই জ্বালানির সংকট দেশব্যাপী উদ্বেগের পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে, দেশবাসীকে একত্রিত হয়ে করোনা সংকটের সময়কার মতো এই জ্বালানি সংকটের পরিস্থিতির মোকাবিলাও করতে হতে পারে। ঐক্যবদ্ধ ভারত এই পরিস্থিতিকে কাটিয়ে উঠতে পারবে বলে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী। ভারতবর্ষের সরকার তার নিজ দেশে ব্যবহৃত তেল ও গ্যাসের পর্যাপ্ত যোগান রক্ষা করতে সর্বদাই বদ্ধপরিকর এবং সদা সচেষ্ট।

বিশ্বের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের ধারণা যদি পশ্চিম এশিয়ার এই যুদ্ধকে অবিলম্বে থামানো না যায়, তাহলে এই সংকট ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী একটি বড় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। কারণ এই যুদ্ধ শুধু তেল নয়, গ্যাস ও অন্যান্য পরিশোধিত পণ্যের সরবরাহেও সংকট সৃষ্টি করেছে। এর প্রভাবে সমগ্র বিশ্বে এবং বিশেষ করে আমদানি নির্ভর এশিয়ায় তেলের দামের তীব্র বৃদ্ধি, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী গভীর মন্দার মত ঝুঁকি নিতে হতে পারে। তাই তাদের মতে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতি হবে, যত দ্রুত সম্ভব এই মহাসংঘাতের অবসান ঘটানো এবং সামগ্রিক স্থিতিশীলতাকে ফিরিয়ে আনা।

বিশেষজ্ঞের বিকল্প কখনও সাধারণ কর্মী হতে পারে না

শুভজিৎ বসাক

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য মানচিত্রে আজ এক গভীর ও উদ্বেগজনক সংকটের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে, যা আসলে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্দরে এক 'নিঃস্তব্ধ আততায়ী'র হানা। সাম্প্রতিক জেনপা প্রবেশিকা পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস (NCAHP) এর নির্দেশিকা ঘিরে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তা কেবল কয়েক হাজার মেধাবী শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নয়, বরং রাজ্যের আপৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার মেরুদণ্ডকে নড়বড়ে করে দেওয়ার এক অশনিসংকেত। যে রাজ্যে ২০০২ সাল থেকে ডিপ্লোমা স্তরে এবং ২০০৭ সাল থেকে ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজির মতো একটি অপরিহার্য বিভাগ ধাপে ধাপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যার একটি সুনির্দিষ্ট Standard Operating Procedure (SOP) রয়েছে, সেখানে আজ হঠাৎ করে এই পাঠ্যক্রমকে ব্রাত্য করে রাখা বা অন্য বিভাগের আড়ালে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা কেবল প্রশাসনিক অদূরদর্শিতা নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নজিরবিহীন অন্তরায়। বাস্তব পরিসংখ্যান মতে, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৭০০ জন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট সরকারি স্তরে প্রাণদায়ী পরিষেবা দিচ্ছেন এবং প্রতি বছর প্রায় ২০০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বেরোচ্ছেন। রাজ্যের ৩টি সরকারি এবং ২০টি বেসরকারি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কোর্স সগৌরবে চালু থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের মূল তালিকা থেকে সরিয়ে রাখা হলো, সেই প্রশ্ন আজ জনমনে এবং সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো আইনি ও প্রশাসনিক সংগতিহীনতা। গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে NCAHP একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করে, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজি বিষয়টি Medical Technology & Physician Associates–Biomedical & Medical Equipment Technology Professional Council এর অধীনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। এমনকি রাজ্যের বেশ কিছু অ্যালাইড হেলথ প্রফেশন ইউনিভার্সিটি এই কেন্দ্রীয় নাম অনুসরণ করেই পঠনপাঠন শুরু করেছে। অন্যদিকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস (WBUHS) এবং স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি বছরের পর বছর ধরে এই নামেই কোর্স পরিচালনা করছে। অর্থাৎ কোর্সটি কেন্দ্রীয়ভাবে স্বীকৃত এবং রাজ্যেও এর দীর্ঘকালীন ভিত্তি রয়েছে। এমতাবস্থায় জেনপা কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিতে এই বিশেষায়িত কোর্সটিকে তালিকা থেকে বাদ দিল, তা এক অমীমাংসিত প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় নথিবদ্ধিকরণ থাকা সত্ত্বেও এই বর্জন কি কেবল সমন্বয়হীনতা; তা এখনও অস্পষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 'গোল্ডেন আওয়ার' বা সংকটকালীন মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। একজন ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্ট কেবল যান্ত্রিক সহায়তাকারী নন, তিনি রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন এবং ওষুধের জটিল গাণিতিক ও প্রয়োগভিত্তিক পর্যবেক্ষণের (Pharmacological monitoring) এক অতন্দ্র প্রহরী। অথচ নীতি নির্ধারকদের একাংশ মনে করছেন যে প্রশিক্ষিত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্ট (OTT) দিয়ে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের (CCU এবং ICU) কাজ চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অবাস্তব একটি ধারণা।

অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের কাজ মূলত একটি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শল্যচিকিৎসা ও অ্যানাস্থেসিয়া সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাঁদের দায়িত্ব হলো অস্ত্রোপচার সম্পর্কে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সহ খুঁটিনাটি ধারণা রেখে সেই সংক্রান্ত জটিল যন্ত্রপাতি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা এবং সংক্রমণহীন পরিবেশ বজায় রাখা। কিন্তু ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের কাজ শুরু হয় সেখান থেকে, যেখানে অপারেশন শেষ হয়। তাঁদের দীর্ঘ সময় ধরে একজন অত্যন্ত সংকটজনক রোগীকে স্থিতিশীল রাখতে হয়। তাঁদের প্যাথলজি, ফার্মাকোলজি এবং মাল্টি-অর্গান সাপোর্টের যে গভীর জ্ঞান প্রয়োজন, সেই বিস্তারিত ধারণা ওটি টেকনোলজিস্টদের পাঠ্যক্রমের আওতার বাইরে। ওটি টেকনোলজিস্টদের দিয়ে আইসিইউ-র কাজ করানো মানে হলো চিকিৎসার গুণমানের সাথে আপস করা, কারণ দুই বিভাগের তাত্ত্বিক ভিত ও প্রয়োগিক ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা। এই অদূরদর্শী সিদ্ধান্তই আসলে সেই 'নিঃস্তব্ধ আততায়ী', যা চিকিৎসার মান কমিয়ে রোগীর জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। বর্তমানে জেনপাসে ইমার্জেন্সি ও রেসপিরেটরি টেকনোলজিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কোনোভাবেই ক্রিটিক্যাল কেয়ারের বিকল্প হতে পারে না। রেসপিরেটরি টেকনোলজি প্রধানত ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্র কেন্দ্রিক কাজ করে, আর ইমার্জেন্সি টেকনোলজি কেবল ট্রমা বা প্রাথমিক সংকটকালীন মুহূর্তে রোগীকে জরুরি বিভাগে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রিটিক্যাল কেয়ার টেকনোলজিস্টদের এই সমস্ত বিষয়ের পাশাপাশি ডায়ালাইসিস, ইনভেসিভ মনিটরিং এবং আধুনিক জীবনদায়ী প্রযুক্তির বিস্তারিত ধারণা রাখতে হয়।

এই পেশার মর্যাদা দীর্ঘ বিবর্তনের পর আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে। ১৯৬০ সালের পুরনো আইন অনুযায়ী আগে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের স্রেফ 'NonéôéMedical Technical Personnel' (NMTP) বা সাধারণ 'টেকনিশিয়ান' হিসেবে গণ্য করা হতো। সেই অবমাননাকর পদবিটি কেবল অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতাকে খাটো করত না, বরং তাঁদের স্বতন্ত্র পেশাদারী পরিচয়কেই সংকীর্ণ করে রাখত। সেই দীর্ঘকালীন অচলায়তন ভেঙে ২০১৮ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে 'টেকনিশিয়ান' শব্দটি বিলুপ্ত করে তাঁদের মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ক্যাডারে (MTP) উন্নীত করা হয়। এটি ছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য ইতিহাসে এক সম্মানজনক পদক্ষেপ, যা টেকনোলজিস্টদের একটি সুনির্দিষ্ট পেশাদারী মর্যাদা প্রদান করেছিল। আজ যারা ভিন্ন ভিন্ন বিশেষায়িত ক্ষেত্রকে একটি সাধারণ ছাতার নিচে এনে অদক্ষতার ঝুঁকি তৈরি করছেন, তাঁরা প্রকারান্তরে সেই ঐতিহাসিক সংস্কারের মূল সুরকেই অগ্রাহ্য করছেন। কেন্দ্রীয় স্তরে ২০১৪ সালের আগের সময়কালে মূলত চুক্তিভিত্তিক এবং কাজের মাধ্যমে শেখা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ চলত। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে প্রথাগত উচ্চশিক্ষার অভাব থাকলেও তাঁরা কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, সেই পুরনো ও ত্রুটিপূর্ণ মডেলকে পুনরায় আধুনিক ব্যবস্থায় আমদানি করার চেষ্টা চলছে। আমাদের রাজ্যের স্নাতক স্তরের মেধাবী টেকনোলজিস্টদের মেধা কি তবে যথাযথ মূল্যায়ন পাবে না? আমরা কি ফের সেই পুরনো অপেশাদার টেকনিশিয়ান যুগে ফিরে যাব; সেটিই আজ বড় প্রশ্ন।

রাজ্যের উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে যখন মেডিক্যাল টেকনোলজি পাঠ্যক্রম শুরু হলো, অনেক শিক্ষার্থী নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু আজ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ধরনের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে যেখানে কাজের চাপ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় প্রায় ৩০০ শতাংশ বেশি, সেখানে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ সরকারি কর্মীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ রাখা হয়নি বললেই চলে। অথচ ২০১৫ সালের নিয়মানুযায়ী, যেকোনো স্বাস্থ্য নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের সক্রিয় উপস্থিতি কাম্য। আজ হঠাৎ করেই অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি (AOTT) এর সাথে ক্রিটিক্যাল কেয়ার এবং পারফিউশন টেকনোলজিকে সংযুক্ত করে একটি বিশাল এবং অস্পষ্ট AOTT পরিসর তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষার্থীরা যখন এই সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চায়, তখন যথাযথ ব্যাখ্যার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারণী সভায় কি রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের যোগ্য টেকনোলজিস্টদের মতামত নেওয়া হয়েছিল? যদি না হয়ে থাকে, তবে সেই সিদ্ধান্তের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। রাজ্যের এত বড় একটি পেশাদার গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ এবং রোগীর নিরাপত্তা জড়িত এমন বিষয়ে সব পক্ষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

যন্ত্র যখন যন্ত্রীকে চেনে না, তখন বিপর্যয় অনিবার্য। একটি জটিল অস্ত্রোপচার চলাকালীন মনিটরে ভেসে ওঠা সংকেত কিংবা অ্যানাস্থেসিয়ার সূক্ষ্ম মাত্রার সমীকরণ যদি যান্ত্রিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে দক্ষ সার্জনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আজ এক জটিল প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ওপর দাঁড়িয়ে। এই ব্যবস্থার নেপথ্যের প্রধান কারিগর হলেন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা। কিন্তু বর্তমানে স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্দরমহলে কিছু প্রশাসনিক স্তরে পেশাদারী দক্ষতার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা এই বিজ্ঞানসম্মত পেশাটিকে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিশেষায়িত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের কাজের পরিধিকে সাধারণ কারিগরি কাজের সাথে মিশিয়ে ফেলার যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কেবল একটি পেশার অবমাননা নয়, বরং জনস্বাস্থ্যের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি। বিশেষ করে সি-আর্ম (C-Arm) পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি অত্যন্ত প্রকট। রেডিয়েশন ফিজিক্স বা বিকিরণ বিজ্ঞানের ন্যূনতম পাঠ না থাকা কর্মীরা যখন এই যন্ত্র পরিচালনা করেন, তখন তা কেবল রোগীর কোষের ক্ষতি করতে পারে না, বরং ওই পরিবেশে উপস্থিত চিকিৎসক ও কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। একজন বিশেষজ্ঞ রেডিও-ডায়াগনস্টিক টেকনোলজিস্ট জানেন কীভাবে 'ALARA' নীতিমেনে সর্বনিম্ন বিকিরণে সর্বোচ্চ মানের ফলাফল পাওয়া যায়। এই বিশেষায়িত জ্ঞান ছাড়া কাজ পরিচালনা করা ভবিষ্যতের জন্য এক নীরব ঘাতক হয়ে উঠতে পারে। একইভাবে পারফিউশনিস্টদের কাজও অন্য কারও পক্ষে করা অসম্ভব। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের বিকল্প হিসেবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর জীবনদায়ী যন্ত্র পরিচালনার জন্য যে সূক্ষ্ম কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন, তা কোনো সাধারণ বা সংক্ষিপ্ত কোর্সের মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। ভিন্নধর্মী দক্ষতাগুলোকে একটি মাত্র কোর্সের অধীনে এনে টেকনোলজিস্টদের মান কমিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারণার পরিপন্থী। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, একজন চিকিৎসক যেমন নির্দিষ্ট বিভাগে বিশেষজ্ঞ হন, ঠিক তেমনই একজন মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টকেও নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি ও স্পেশালাইজেশন অর্জন করতে হয়। একজন 'টেকনিশিয়ান' হয়তো ভাসা ভাসা ভাবে অনেক কাজ জানতে পারেন, কিন্তু একজন 'টেকনোলজিস্ট' তাঁর নির্দিষ্ট বিষয়েই উচ্চতর বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী। সর্বত্র যদি বিশেষজ্ঞের বদলে সাধারণ কর্মীর ওপর বিশেষায়িত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তবে ল্যাব রিপোর্টের নির্ভুলতা থেকে শল্যচিকিৎসার সাফল্য; সব কিছুই চরম সংকটের মুখে পড়বে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে একজন টেকনোলজিস্টের ভূমিকা ৭০ শতাংশ রোগ নির্ণয় ও জীবনদায়ী প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত। সেই মেরুদণ্ড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অভিজ্ঞ টেকনোলজিস্টদের মতামত ও অংশীদারিত্ব ছাড়া কোনো বড় পরিবর্তন আনা হলে তা দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। যোগ্য মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও সঠিক পরিচয় বজায় রাখতে হবে, যাতে আগামীর স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনো ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে তাসের ঘরের মতো ভেঙে না পড়ে।।

দফায় দফায় বিক্ষোভ বাতিল ভোটারদের

কালিয়াচকে সাত জন বিচারককে আটকে রেখে হেনস্থায় গ্রেপ্তার ১৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মোথাবাড়ি বিধানসভার অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে সাত জন বিচারককে আটকে রেখে হেনস্থা করার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন আইএসফ প্রার্থী-সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজনের পরিচয় প্রকাশ্যে আনলেও বাকি ১৭ জনের সম্পর্কে কোনও কিছুই জানায়নি মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। পাশাপাশি বাকি ধৃতদের পরিচয় কি তা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যদিও তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই যুক্ত রয়েছে। তাই তদন্তের স্বার্থে একজনের নাম উল্লেখ করা হলেও বাকিদের নাম প্রকাশে আনা হয় নি। বৃহস্পতিবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করলে প্রত্যেককেই ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, বুধবার সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মালদা জেলার কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের সুজাপুর, মোথাবাড়ি-সহ একাধিক এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলনকারীরা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টানা কয়েক ঘণ্টা। বিডিও অফিস ঘেরাও করে আধিকারিকদের আটকে রাখার অভিযোগও ওঠে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি বিক্ষোভরত মানুষের উপর চালিয়ে দেওয়া হয়, এতে কয়েকজন সাধারণ মানুষ গুরুতর আহত হন। এরপরই রাতভর অভিযানে নামে পুলিশ। একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে আইএসএফ প্রার্থী শাহজাহান আলি কাদরী-সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে এই ঘটনার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই বিধানসভা কেন্দ্রে আর কোথাও এসআইআর ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ, অবরোধ ও আন্দোলন হতে দেখা যায়নি। যদিও সর্বত্রই এলাকা জুড়ে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানেরা টহলদারি চালিয়েছেন। এদিন এই ব্লক অফিসে এসআইআর সম্পর্কিত কাজ কার্যত বন্ধ রাখা ছিল বলেও প্রশাসনের সূত্রে খবর।

ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশাসন ও পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ ব্লকের তিনজন বিচারক এসআইআর কাজ করছিলেন। অপরদিকে সেখান থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তত ১২ কিলোমিটার দূরে ডাঙ্গা এলাকায় কালিয়াচক ১ ব্লক অফিসে আরও চারজন বিচারক একই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যেহেতু বুধবার সকাল থেকেই সুজাপুর স্ট্যান্ডের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ চলছিল তাই কালিয়াচক থেকে ইংরেজবাজার শহরে পৌঁছনোর জন্য এই জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার কোনও জায়গা ছিল না। এদিকে, এদিন বিকেলে ৫টা নাগাদ কাজ শেষ করে কালিয়াচক ১ ব্লক অফিস থেকেই চারজন বিচারক মোথাবাড়ির কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে তাঁদের সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে যান। পরিকল্পনা করেন, কাজ শেষে দুটি গাড়িতে সাতজন বিচারক একসঙ্গে ইংরেজবাজার শহরের নিজেদের বাংলোতে ফিরবেন। আর এই পরিস্থিতিতেই এদিন সন্ধ্যা থেকেই আচমকা বিক্ষোভ শুরু করে দেন ভোটার তালিকায় বাদ যাওয়া কয়েকশো মানুষ। সেখানেই নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় আইএসএফের কয়েকজন নেতা ও কর্মীদের বলে অভিযোগ। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বিচারকেরা কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে আটকে থাকলেও সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত তাঁদের উদ্ধার করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এরপরই মহামান্য উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেতেই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসন। রাত ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিচারকদের একে একে গাড়ি করে ব্লক অফিস থেকে বেড়ানোর সময় শতাধিক বিক্ষোভকারীরা গাড়ির সামনে এসে তাঁদেরকে আটকানোর চেষ্টা চালায়। এমনকি এক বিচারকের গাড়িতে ইট ছোড়া হয়। দ্রুতগতিতে গাড়ি বেড়ানোর সময় দুই থেকে তিনজন আঘাত পান বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে উত্তেজনা মেটাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ ওঠে। কোনরকমে চারটে গাড়িতে সাতজন বিচারককে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস থেকে উদ্ধার করে শহরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বৃহস্পতিবার মোথাবাড়ি এলাকার ধৃত আইএসএফের প্রার্থী শাহাজাহান আলী কাদেরি আদালতে যাওয়ার সময় পাল্টা দাবি করে জানিয়েছে, তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। তাঁর কথায়, ঘটনার দিন তিনি অন্য একটি গ্রামে জলসায় ছিলেন। বর্তমানে মোথাবাড়ি-সহ কালিয়াচক এলাকায় উত্তেজনা থমথমে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশাসনের তরফে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

ঝাড়গ্রামে নির্দল প্রার্থী জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি

নির্বাচনী লড়াইয়ে নতুন সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। প্রার্থীদের মনোনয়ন পর্ব শুরু হতেই জোরদার হচ্ছে প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ।

এই আবহে ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রটি ক্রমশ হাই ভোল্টেজ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস, হিন্দু সুরক্ষা বাহিনী-সহ শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছে, ফলে রাজনৈতিক লড়াই বেশ জমে উঠেছে। এরই মধ্যে জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ায় রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জনসমস্যা নিয়ে সরব থাকার কারণে সাধারণ মানুষের একাংশের সমর্থন তাঁর দিকে যেতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলা শাসকের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে নির্দল প্রার্থী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন জমা দেন অশোক মাহাতো। এদিন অশোক মাহাতো বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে লড়াই করে আসছি। মানুষের সমর্থন ও আশীর্বাদ নিয়েই এই নির্বাচনে লড়াই করছি। জয়-পরাজয় মানুষ ঠিক করবে, মানুষের পাশে থাকাই আমার মূল লক্ষ্য।'

'এখানে আমরাই হিরো, এবার নয়ে নয় হবে', দাবি হরেরামের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: 'এখানে আমরাই হিরো, এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ন'টি বিধানসভাতেই তৃণমূল জয় লাভ করবে।' বৃহস্পতিবার আসানসোল জেলা অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে এমনটাই বললেন জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং।

প্রসঙ্গত, এবছর রাজ্যে দু'দফায় হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। যার প্রথম দফাটি রয়েছে ২৩শে এপ্রিল। মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা, ইতিমধ্যেই জেলার অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করে ফেলেছেন। ঠিক তেমনি এদিন বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং আসানসোল জেলা অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দেন। নিজের বিধানসভা এলাকা থেকে সুবিশাল র‍্যালি করে পৌঁছন আসানসোলে। প্রথমেই এদিন মা ঘাগড় বুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে জেলা অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে যান জামুড়িয়ার তৃণমূল প্রার্থী। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরেরাম সিং জানান, 'আমাকে টক্কর দেওয়ার মতন কেউ নেই, ৩০ হাজার ভোটে এবার জিতবো।' বিরোধী নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'জামুড়িয়ায় বিরোধী বলে কিছু নেই। আগের বার ৮০০০ ছিল এবার ৩০ হাজারের উপর ভোটে আমি জিতব।' অন্যদিকে জামুড়িয়ায় উন্নয়নমূলক কাজের প্রসঙ্গে তিনি জানান, '৩৫ বছরের সিপিএম যে কাজ করেনি তার অনেকাংশই ৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেস করে ফেলেছে। আরও কিছু কাজ বাকি আছে, আরও পাঁচ বছরে সেই সব কাজ হয়ে যাবে।'

ভোটার তালিকায় নাম বাদ কালীগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীর

নির্বাচনের লড়াই ঘিরে সংশয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কালিগঞ্জ বিধানসভার এজেইউপি প্রার্থীর নাম ভোটার তালিকায় ডিলিট হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। বিবেচনাধীন তালিকায় নাম ছিল তাঁর। ভোটার তালিকা থেকে নাম ডিলিটেড হওয়ায় আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে শুরু হয়েছে সংশয়। ২৯ মার্চ সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে কালিগঞ্জ বিধানসভার এজেইউপি প্রার্থী কেছবুদ্দীন শেখের নাম।

কালিগঞ্জ বিধানসভার প্রার্থীর নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে নিয়ে শুরু হয়েছে সংশয়। তাঁর নামে লেখাও হয়েছে দেওয়াল। তিনি নির্বাচনী প্রচারেও যাচ্ছেন। অথচ অনিশ্চিত তাঁর প্রার্থী হওয়া। এ বিষয়ে প্রার্থী কেছবুদ্দীন শেখ জানান, তাঁর নাম ভুল ছিল। তিনি যখন স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন, তখন ছিল একটি নাম আর এখন সেই নাম পরিবর্তন করে নাম হয়েছে কেছবুদ্দীন শেখ। ২০০২ সালে ভোটার তালিকায় তাঁর যে নাম ছিল, সেই নামের সঙ্গে এখনকার নামের পার্থক্য ছিল। তাঁর নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। যদিও বিজেপির সংসদ জগন্নাথ সরকারের দাবি, 'নির্বাচন কমিশন তদন্ত করে দেখুক। তিনি যদি ভারতীয় নাগরিক হন তাহলে তাঁর নাম ভোটার তালিকা সংযোজন করা হোক। আর ভারতীয় না হলে তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।'

রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে মেমারিতে প্রচারে দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: নীল-সাদা বেলুন, তৃণমূলের তেরঙা পতাকা আর আকাশ ফাটানো স্লোগান, সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার মেমারি বিধানসভা কেন্দ্র সাক্ষী থাকল এক অভাবনীয় 'সবুজ সুনামি'র। মেমারির তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী রাসবিহারী হালদারের সমর্থনে প্রচারে এসে ফের একবার নিজের ম্যাজিক দেখালেন সাংসদ-অভিনেতা দেব। এদিন মেমারির রাজপথ ছিল কার্যত সাধারণ মানুষের দখলে। সুসজ্জিত হুডখোলা গাড়িতে চড়ে যখন দেব প্রবেশ করেন, তখন উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভেঙে যায়। প্রিয় তারকাকে একবার ছুঁয়ে দেখতে বা মোবাইলে বন্দি করতে রাস্তার দু'পাশে ছিল উপচে পড়া ভিড়। পাশে দাঁড়িয়ে প্রার্থী রাসবিহারী হালদার হাতজোড় করে মানুষের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। দেবের ক্যারিশমায় মুহূর্তেই নির্বাচনী প্রচার যেন এক অকাল উৎসবে পরিণত হয়। গাড়ি থেকেই মেগাফোনে দেবের বার্তা ছিল একেবারেই সাদামাটা অথচ কৌশলী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আমি এখানে শুধু ভোট চাইতে আসিনি, আমি এসেছি রাসবিহারী হালদারের জন্য আপনাদের আশীর্বাদ চাইতে।' বিরোধীদের আক্রমণ না করে দেব এদিন গণতান্ত্রিক অধিকার এবং উন্নয়নের উপরেই বেশি জোর দেন। ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশেষ আবেদন রেখে বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে কার কোথায় ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, সেটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে বোতাম টেপার আগে গত কয়েক বছরে বাংলার বুকে যে উন্নয়ন হয়েছে, তা একবার চোখের সামনে ঝালিয়ে নেবেন।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেমারিতে এই ভিড় প্রমাণ করে দিচ্ছে তৃণমূলের সংগঠন কতটা মজবুত। বিশেষ করে যুবসমাজের মধ্যে দেবের জনপ্রিয়তা ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।

কল্যাণী নাকি কৃষ্ণনগর ?

লিয়েন্ডার পেজের নির্বাচনী কোর্টে নামা নিয়ে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: চতুর্থ দফার তালিকা ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বিজেপির। এখনও পর্যন্ত নদিয়ার দুটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বাকি রয়েছে। নদিয়ার কনফর্ম সিট কৃষ্ণনগর উত্তর-সহ বাকি রয়েছে কল্যাণী বিধানসভা কেন্দ্রেও। সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। বিজেপিতে যোগ দিতেই জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঘোরাঘুরি করছেন লিয়েন্ডার পেজের নাম। তবে নদিয়ার কোন কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হবে এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। নদিয়ার দুটি আসন কল্যাণী এবং কৃষ্ণনগর এখনও ফাঁকা। তাই কোন কোর্টে খেলতে নামবেন লিয়েন্ডার পেজ তা নিয়ে চলছে জল্পনা। যদিও বিজেপি সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত কিছু চূড়ান্ত হয়নি। যদিও প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্রে অভিনব ভট্টাচার্য জোড় কদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে তৃণমূল প্রার্থী করেছে চিকিৎসক অতীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। তিনিও কল্যাণীর সন্নিহিত এলাকায় জোড় কদমে প্রচার চালাচ্ছে। বিজেপি সূত্রে খবর আগামী দু'দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে কল্যাণী এবং কৃষ্ণনগর উত্তর দুই কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম। যেহেতু কৃষ্ণনগর কনফর্ম সিট প্রথমে শোনা গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালের নাম। সঞ্জীব সান্যাল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গেলে যে সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রয়োজন তার নথি নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে, সেই কারণে সম্ভবত সরে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজকেই নদিয়ার যেকোনো একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যেতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণনগর জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার চলছে বিজেপি নাকি প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছে না। আর এই বিষয়ে নদিয়া উত্তর বিজেপির মিডিয়া কনভেনার সন্দীপ মজুমদার জানান, 'বিজেপি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। এই দলে টিকিট টাকা দিয়ে বিক্রি হয় না। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রার্থী ঘোষণা করে। চতুর্থ দফার তালিকা পর্যন্ত দেখা গিয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রার্থী তালিকায় প্রাধান্য দিয়েছে দল। তাই ব্যতিক্রম নয় কৃষ্ণনগর এবং কল্যাণী। সেখানেও যা হবে ভালোই হবে।'

দেব দেরিতে আসায় ব্যাহত মলয় ঘটকের প্রচারসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বৃহস্পতিবার আসানসোল উত্তরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মলয় ঘটকের সমর্থনে সকাল দশটায় জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন রাম সায়ের ময়দান থেকে কোর্টের ঘড়ি মোড় পর্যন্ত রোড শো করার কথা ছিল দেবের। নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী, ওই ময়দানের হেলিপ্যাডে উপস্থিত হন মলয় ঘটক। ময়দানের বাইরে তখন দেবকে দেখার জন্য অসংখ্য মানুষ এবং তৃণমূল কর্মীদের ভিড়। সেখানেই হাতে আঁকা দেবের ছবি নিয়ে দেব দর্শনের জন্য বছর চোদ্দর দুই বন্ধু অপেক্ষা করছিল। রোড শো শুরু হওয়ার পর ওই খুদেদের আঁকা ছবিতে দেব অটোগ্রাফ দেন। আর তাতেই আপ্লুত দেব ভক্ত ওই দুই খুদে।

অপরদিকে দেবকে নিয়ে রোড শো করে মলয় ঘটকের নমিনেশন করার কথা ছিল বারোটার মধ্যে। কিন্তু দেব দেরি করায় এগারোটা নাগাদ মলয় ঘটক হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড ছেড়ে গাড়ি নিয়ে চলে যান মনোনয়ন জমা করতে। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং দেব নামেন সাড়ে বারোটা নাগাদ। কিন্তু রোড শো যখন মাঝ রাস্তায়, দেখা যায় সেখান থেকে দেব পুনরায় হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে চলে আসেন দুর্গাপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। অপেক্ষারত মানুষ দেবকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি যান।

বুনিয়াদপুরে তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে নিজেদের মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন তৃণমূল ও বিজেপি উভয় শিবিরের প্রার্থীরা। এদিন মূলত ৩৭ নম্বর কুশমণ্ডি এবং ৪২ নম্বর হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন। মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই বুনিয়াদপুর পৌরশহর ছিল উৎসবমুখর। দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলই বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ৪২ নং হরিরামপুর কেন্দ্রের প্রার্থী তথা বিদায়ী মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মহকুমা দপ্তরে পৌঁছান। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকেও তাদের প্রার্থীরা বিশাল মিছিল করে শক্তি প্রদর্শন করেন। উভয় দলের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে শহরের রাজপথে বিপুল জনসমাগম লক্ষ্য করা যায়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হরিরামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি জানান, 'বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখেই তাঁরা নির্বাচনের লড়াই লড়ছেন এবং বাইরের রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলার মানুষ গ্রহণ করবে না। উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতেই মানুষ আবার জোড়াফুলে আস্থা রাখবে।' পাল্টা জবাবে বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, 'গণতান্ত্রিক উপায়েই তাঁরা জয়ী হবেন এবং নির্বাচনের প্রচার ও কার্যক্রমে দলের নিজস্ব কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।'

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের ২১ নং ওয়ার্ডের চাষিপাড়া এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এলাকার একাধিক বিদ্যুতের তার কেটে দেয়, যার ফলে বহু বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্লেক্স ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাও সামনে আসে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তৃণমূল করার কারণেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চণ্ডীতলা থেকে চতুর্থবার জেতা নিয়ে আশাবাদী স্বাতী খন্দকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পর পর তিনবার এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, যিনি তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ আকবর আলি খন্দকারের স্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তঘাঁটি হুগলির জেলার চণ্ডীতলা। এবারেও স্বাতী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী। গতবার বিজেপি তাঁদের তারকা প্রার্থী যশ দাশগুপ্তকে দাঁড় করিয়ে বাজিমাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ৪০ হাজারের বেশি ব্যবধানে জয়ী হন স্বাতী। প্রার্থী বদল করে এবার তাঁর বিপরীতে বিজেপি-র প্রার্থী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীতলা বিধানসভা একটি পুরসভা ও ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে

গঠিত। এর মধ্যে ডানকুনি পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। ১১টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ১০টি তৃণমূলের, একমাত্র জনাই গ্রাম পঞ্চায়েত বামেদের দখলে। ২০০৬ সাল থেকে ভোটের লড়াইয়ে স্বাতী খন্দকার। ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের বছরে প্রথমবার জেতেন। ২০১৬ সালে ব্যবধান কিছুটা কমেছিল। সেটা অনেকটাই বাড়িয়ে নেন ২১-এর নির্বাচনে। এবারেও চতুর্থবার জেতার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। স্বাতী বলেন, 'দল আমার উপর আস্থা রেখেছে বলেই আবার টিকিট দিয়েছে। এবার ৬০-৬২ হাজার ব্যবধানে জিতব। আমি জিতলে চণ্ডীতলা হাসপাতালকে স্টেট জেনারেল হাসপাতাল করা হবে এবং এখানে ডিগ্রি কলেজ করার ইচ্ছা আছে।' বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, '১৫ বছর যা করতে পারেননি, এখন তিনি কী করে করবেন? তাহলে কী ১৫ বছর তিনি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন? আমি হাসপাতালে আধুনিকীকরণের দাবি তুলেছি বলে তিনি এখন এই কথা বলছেন। তিনি কোনওদিনই করতে পারবেন না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে চণ্ডীতলা হাসপাতালের আধুনিকীকরণ হবে।'

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজিজি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য উল্লিখিত তারিখে ১৫:০০ টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডার খোলা হবে উক্ত দিন ১৫:০০ টায় : **টেন্ডার নং: ই-কেজিপিডব্লু-ডিইএন-০৫-২০২৬; কাজের বিবরণ:** ডিইএন/ডব্লিউএসপি/খড়গপুর-এর অধীনে পিওএইচ সাইকেল সময় কমাবার লক্ষ্যে খড়গপুর ওয়ার্কশপের কোচ/ইএমইউ /এমইএমইউ/ডিইএমইউ-এর পিওএইচ পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ (৪র্থ কল); **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৩,৫৮,৮৪,৫২৮.৬২; **বায়না মূল্য :** ₹ ৭,১৭,৭০০.০০; **টেন্ডার নথি মূল্য:** ₹ ০.০০; **খোলার তারিখ:** ২১/০৪/২০২৬; **কাজ সম্পন্নের মেয়াদ:** ১২ মাস; **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ১-এর জন্য, ০৭/০৪/২০২৬ থেকে শুরু এবং ২১/০৪/২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতাদের টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণ জানতে এবং অনলাইনে বিড জমা দিতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **বিজ্ঞপ্তি:** সম্ভাব্য দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **"www.ireps.gov.in"** দেখুন।

(PR- 16)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান (ইওআই)

প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালের ওপিডি ব্লকে (যেকোনো পাঁচটি তলায়) পিপিপি মডেলে কমপ্রিহেনসিভ অনকোলজি ইউনিট এবং ব্লাড ব্যাংক পরিষেবার প্রতিষ্ঠা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৭ বছর। **এই বিজ্ঞাপনের নোটিস বোর্ডের স্থান ঃ** প্রিন্সিপাল চিফ মেডিকেল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার কার্যালয়, ২৮/৫৫, এম. এন. সেন রোড, চণ্ডীতলা, কলকাতা-৭০০০৪০। **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ১৮.০৪.২০২৬ সন্ধ্যা ৬ টায়। ওয়েব-ঠিকানা ঃ** ইওআই বিজ্ঞপ্তি, **বিশদ বিবরণের জন্য mtp.indianrailways.gov.in > NEWS AND RECRUITMENT > NEWS & ANNOUNCEMENT** দেখুন।

ইওআই নং. ঃ এমআরটিএস/এমইডি/অনকোলজি ইউনিট/১০২/২০২৬-২০২৭

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) ২৪.০৪.২০২৬ (শেষ কাজের দিন) তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে **২৭.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না।

যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের **৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা)** ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট উক্ত তারিখ/সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকমূল্য অপর্যাপ্ত বা নিম্ন বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই। উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪২০৯৭৭৬১০০০২০৯৫ এবং নবাবহাট শাখা	পারভেজ মহ সেপার	গ্রাম - ইউসুফাবাদ, পো -ফাগুপুর, জেলা -পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩১০১	২৩.২০ গ্রাম
৪২৬৬৭৭৬১০০০০৫২২ এবং ঝাপানডাঙ্গা শাখা	শেখ মেহেবুব রহমান	মাতা : মহিলা বিবি, গ্রাম- জোলকুল মোল্লাপাড়া, পো এবং থানা - ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলি, পিন - ৭১২৩০৩(পব)	৮.১০ গ্রাম

তারিখ : ০২.০৪.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

এসআইআর ইস্যুতে রণক্ষেত্র ইংরেজবাজার

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও এসআইআর ইস্যুতেই পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, চালকের মাথা ফাটিয়ে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মালদার ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্র। পাশাপাশি একই ইস্যুতে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। যানবাহন থামাতে হাতে বাঁশ, লাঠি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন বিক্ষোভকারীদের একটা বড় অংশ। পুলিশের গাড়িতে হামলা চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যে একজনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত দুই পুলিশের গাড়ি চালকের নাম ইকবাল হোসেন (৩৫) এবং রিঙ্কু সাহা (৩২)। প্রথমজন ইংরেজবাজার থানার পুলিশের গাড়ির চালক। দ্বিতীয় জন পুলিশ সুপারের কনভয়ের সামনের চার চাকার গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১১ টা থেকে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গাবগাছি এলাকার একটি হাইস্কুলের সামনের ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করে দেয় বাদের তালিকায় থাকা কয়েকশ ভোটারেরা। রাস্তায় গাছের গুড়ি, বাঁশ ফেলেই এই অবরোধ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এমনকি ওই এলাকা থেকে সামান্য দূরে কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কের বাইপাস রোডও অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা। অবরোধের জেরে ইংরেজবজার থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা চালায়। সেই সময় অবরোধ ওঠানোর চেষ্টা করা হলেই শুরু হয় ইট বৃষ্টি। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশের একটি চার চাকার গাড়ির কাঁচ ভাঙচুর করার পাশাপাশি ইটের আঘাতে গাড়ির চালক ইকবাল হোসেনের মাথা ফেটে যায়। এদিকে ইংরেজবাজারের যদুপুর গাবগাছি এলাকায় বিক্ষোভ অবস্থান নিয়ন্ত্রণে আনতেই পুলিশ সুপার অনুপম সিং কনভয় নিয়েই ঘটনাস্থলে যান। কিন্তু সেই সময় বিক্ষোভকারীদের কেউ এলোপাথাড়ি ইট ছুড়ে পুলিশ সুপারের কনভয়ের একটি চার চাকার গাড়ির কাজ ভাঙচুর করে। আর সেই ইটের আঘাতেই চালক রিংকুর মাথা ফেটে যায়। তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা। যদিও ইংরেজবাজারের এই সড়ক অবরোধ ও পুলিশের গাড়ি চালকের ওপর হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে বিক্ষোভকারী কাজল শেখ, আসাদুল ইসলাম, সোফিয়া বিবিদের বক্তব্য, 'পুলিশের গাড়িতে কারা ঢিল মেরেছে বলতে পারব না। তবে এদিন শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভোট দিয়ে আসছি। পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকদের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত নথি আমরা এসআইআর-এর শুনানিতে জমা দিয়েছি। তারপরও অদ্ভুতভাবে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের এক হাজারেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরই এদিন ভোটার তালিকায় নাম পুনর্বহাল রাখার দাবিতেই বিক্ষোভ দেখানো হয়।' অন্যদিকে পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর এলাকায় কয়েক হাজার মানুষ হাতে লাঠি, বাঁশ নিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। রীতিমতো রাস্তার ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে শুরু হয় খিচুড়ি ও সবজি রান্না । অল্পবয়সী থেকে বয়স্করাও এই বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন নারায়নপুর এলাকার বিক্ষোভকারী মইনুদ্দিন শেখ, রিয়াজুল শেখ, সরফরাজ শেখদের অভিযোগ, 'নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দায়সারা মনোভাব নিয়ে এসআইআর-এর কাজ করাতেই সাধারণ বৈধ ভোটারদের নাম বাদ চলে গিয়েছে। আমাদের নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও রকম ত্রুটি নেই। তারপরেও অদ্ভুত ভাবে এই মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই হাজার এরও বেশি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে। তাই এদিন এই এলাকার অসংখ্য মানুষ প্রতিবাদ জানিয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন।' যদিও পড়ে প্রশাসন এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছে। এদিকে মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় অবরোধের ঘটনা ঘটেছিল। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে সেটি পরে উঠে যায়। কিন্তু পুলিশের গাড়িতে হামলা, চালককে জখম করার বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। একজনকে আটক করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'

আরামবাগে বিপ্লব দেবকে সাক্ষী করে মনোনয়ন জমা চার বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমায় শক্তি প্রদর্শনে নামল বিজেপি। উৎসবের আবহে বৃহস্পতিবার একসঙ্গে চার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিলেন। সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে আরামবাগ শহর। বাসুদেবপুর মোড় থেকে শুরু হওয়া বিশাল র‍্যালি কার্যত শক্তির প্রদর্শনে পরিণত হয়। এই র‍্যালির নেতৃত্ব দেন পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, আরামবাগের প্রার্থী হেমন্ত বাগ, খানাকুলের প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ এবং গোঘাটের প্রার্থী প্রশান্ত দিগার। চার কেন্দ্রের হাজার হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে ঢাক-ঢোল, পতাকা ও স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে শহর। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ঘুরে নেতাজি স্কোয়ারে পৌঁছায়। সেখান থেকে প্রার্থীরা একসঙ্গে আরামবাগ এসডিও অফিসে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে এই শক্তিপ্রদর্শন। পুরশুড়ার প্রার্থী বিমান ঘোষ বলেন, 'ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেবের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর

পরিবেশে মনোনয়ন জমা দিতে পেরে আমরা গর্বিত। পুরশুড়ার মানুষ বিজেপির উপর আস্থা রেখেছেন, মোদীজির উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেছেন। আমরা মানুষের পাশে ছিলাম, আছি, থাকব। ২০২৬ সালে তৃণমূলের বিসর্জন নিশ্চিত।' অন্যদিকে, আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগের মানুষ বিজেপিকে চাইছেন। আমরা উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ বিপুল সমর্থন দিচ্ছেন, এতে আমরা আশাবাদী।' খানাকুলের প্রার্থী সুশান্ত ঘোষের বক্তব্য, 'খানাকুল দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার। রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সব ক্ষেত্রেই উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে। আমরা মানুষের এই সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার নিয়েই ভোটে নেমেছি। কেন্দ্রের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে আরও জোরদারভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।' গোঘাটের প্রার্থী প্রশান্ত দিগার বলেন, 'গোঘাটে বিজেপির সংগঠন ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। সাধারণ মানুষ দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ চান। আমরা সেই পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।' সার্বিকভাবে, চার প্রার্থীর মনোনয়ন ঘিরে এদিন আরামবাগ মহকুমায় বিজেপির শক্তি ও সংগঠনের প্রদর্শন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই শক্তিপ্রদর্শন আসন্ন নির্বাচনের আগে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বালুরঘাটে পদ্ম শিবিরে ভাঙন

নির্দল হিসেবে লড়ার ঘোষণা সুশীল মার্ডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি। বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে দলের অন্দরে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবার প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নিল। দলের জেলা এসটি মোর্চার সভাপতি সুশীল মার্ডি ঘোষণা করেন, তিনি আসন্ন নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করবেন। এদিন বালুরঘাটের একটি লজে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুশীল মার্ডি দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ গুরুতর অভিযোগ আনেন। তাঁর দাবি, বর্তমান বিধায়ক অশোক লাহিড়ীকে অনৈতিকভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অর্থের বিনিময়ে প্রার্থীপদ 'বিক্রি' করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচুতলার কর্মীদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সুশীল মার্ডি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'এলাকার প্রায় ১৯ শতাংশ মানুষের সমর্থন আমার সাথে রয়েছে। আগামী ৪ এপ্রিল আমি আমার মনোনয়ন পত্র দাখিল করব।' এদিকে ঘটনার খবর চাউর হতেই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে সুশীল মার্ডিকে তৎক্ষণাৎ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে দলের ঐক্য বজায় রাখতে কোনো আপস করা হবে না বলে বার্তা দিয়েছে জেলা বিজেপি। বালুরঘাট কেন্দ্রে বিজেপির শক্ত সংগঠন থাকলেও সুশীল মার্ডির এই নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত গেরুয়া শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সুশীল মার্ডি যদি ভোট কাটাকাটিতে সফল হন, তবে তার সরাসরি সুবিধা পেয়ে যেতে পারে বিরোধী দলগুলো। বিশেষ করে এসটি ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরলে বালুরঘাটের নির্বাচনী লড়াই আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। এবিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী বলেন, 'সুশীল মার্ডি দলের জেলা এসটি মোর্চার সভাপতি ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর দলবিরোধী কার্যকলাপের খবর আমাদের কাছে আসছিল। আজ তিনি প্রকাশ্যে দলের বিরুদ্ধে যে নির্দল হিসেবে লড়াইয়ের ঘোষণা করেছেন, তা সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাভঙ্গ। বিজেপি একটি সুশৃঙ্খল দল, এখানে ব্যক্তিগত মর্জিতে কিছু হয় না। আমরা পুরো বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছি এবং শীঘ্রই তাঁর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিরোধীদের প্ররোচনায় পা দিয়েই তিনি এই ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো করছেন।' মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ লগ্নে বালুরঘাটের এই অন্তর্কলহ শেষ পর্যন্ত ব্যালট বক্সে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

খড়গপুরে দিলীপের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: জনসংযোগে বেরিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে খড়গপুর পুরিগেট এলাকার বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন খড়গপুর সদর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। ওই এলাকায় চা চক্রে সাধারণ ভোটারদের তিনি ভোট দেওয়ার আহবান জানান। সেখান থেকে বেরোনোর সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, ওই এলাকায় রেল কর্তৃপক্ষ যখন বাড়ি ভাঙার নোটিশ দিয়েছিল, তখন দিলীপ ঘোষ একবারের জন্যও তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেননি। কোনও সমস্যাতেই পাশে এসে দাঁড়াননি। আর এখন এসেছেন ভোট চাইতে। এখানকার বিধায়ক ও সাংসদ থাকার সময় দিলীপ ঘোষ তাঁদের এলাকার কোনও উন্নয়ন করেননি বলেও তাঁরা অভিযোগ জানান। বিক্ষোভ চলাকালীন দিলীপ ঘোষের সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিলে উল্টো দিক থেকে তৃণমূল কর্মী, সমর্থকরা 'জয় বাংলা' স্লোগান তোলে।

বাঁশবেড়িয়ায় হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে নানান অস্ত্রের দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বাঁশবেড়িয়ার নানা জায়গা থেকে ৩২টি শোভাযাত্রা বেরিয়ে কল বাজারে হনুমান মন্দিরের সামনে জমায়েত হয়। হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় দেখা গেল অস্ত্রের দাপট। হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ায় বরাবরই বড় করে হনুমান জয়ন্তীর উৎসব পালন করা হয়।

সেখানে থেকে সবাই মিলে শোভাযাত্রা করে বের হয়। ডিজে নিয়ে করা হল মিছিল। মিছিলে হাঁটা বহু তরুণ-তরুণীর হাতে তরবারি-সহ নানা ধরনের অস্ত্র দেখা গিয়েছে। কলবাজার, শিবপুর, ঝুলোনিয়া, বোরোপাড়া হয়ে ইসলাম পাড়া দিয়ে আবার কলবাজার ফিরে আসে এই শোভাযাত্রা। গোটা রুট ঘিরে কড়া নিরাপত্তা রেখেছিল পুলিশ। গোটা রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ জায়গার মোড়ে মোড়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। হুগলি গ্রামীণ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসারেরা উপস্থিত থেকে শোভাযাত্রার তদারকি করেন। নিরাপত্তার জন্য জেলার অন্য থানা থেকেও ফোর্স আনা হয়েছিল। এদিন হনুমান মন্দিরে উপস্থিত হয়ে পুজো দেন সপ্তগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী বিদেশ বোস। বিজেপির স্বরাজ ঘোষও পুজো দিয়েছেন, পাঁচ হাজার লাড্ডু বিলি করেন তিনি। সিপিএম প্রার্থী অনির্বাণ সরকারও মন্দিরে আসেন। বৃহস্পতিবার ৩টে ১৫ নাগাদ শুরু হয় হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ছবি নিয়ে মিছিল হয়েছে। এদিন, মোদী ও নেতানিয়াহুর ছবি দুধ দিয়ে ধোয়াতে দেখা যায়।

দুর্গাপুরের ডিসি, ওসিকে বদলি করার হুমকি বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বৃহস্পতিবার দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে এই ঘটনা ঘটে। দুর্গাপুর পূর্ব কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিতে সমর্থকদের সঙ্গে দপ্তরের দিকে এগোচ্ছিলেন। তার আগেই একই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার, দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রার্থী কবি দত্ত এবং রানিগঞ্জের প্রার্থী কালো বরন মণ্ডল তাঁদের মনোনয়ন জমা দেন। এই সময় তৃণমূল কর্মীরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করলে পাল্টা বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তোলেন। দুই পক্ষের মধ্যে বচসা দ্রুত উত্তেজনায় পরিণত হয় এবং পরিস্থিতি ক্রমশ অশান্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। অভিযোগ, সেই সময় দায়িত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিক সঞ্জীব দে-কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কিছুক্ষণ উত্তেজনা চলার পর পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেআসে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দুর্গাপুরের ডিসি ও ওসি তৃণমূলের দালাল। পুলিশ তৃণমূলে পরিণত হয়েছে।' হুমকির সুরে বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'জয় বাংলা বলা ভূত গুলোকে দশ মিনিট লাগবে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে।'

প্রচারে শীর্ষণ্যকে পাশে নিয়ে সিপিএমকে আক্রমণ প্রতীকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়ায় এসে বামেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন প্রতীকুর রহমান। তিনি বলেন 'বামেরা কনসা কর্মসংস্থান করেছিল, গঙ্গার দুই পারে সব চটকল ইউনিয়নবাজি করে বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন শিল্প হয়নি, শিল্প হয়নি বলে মরা কান্না কাঁদলে হবে!' তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচারে যোগ দিয়ে ছিলেন প্রতীকুর। শীর্ষণ্যকে পাশে নিয়েই এদিন সিপিএমের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন তিনি। প্রতীকুর দাবি করেন, '৬০ লাখ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার পরেও বস্তায় ভরে ফর্ম নিয়ে যেতে হচ্ছে, বিহার থেকে উত্তর প্রদেশ থেকে ভোটার ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' উল্লেখ্য, ভোটের আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন প্রতীকুর রহমান। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিন ঢাক বাজিয়ে, ফুল ছিটিয়ে চলে কল্যাণ-পুত্র শীর্ষণ্যর ভোট প্রচার। সেখানেই সদ্য

সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে আসা প্রতীকুর বামেদের সম্পর্কে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন। বিজেপি নির্বাচনে 'গোহারা হারবে' বলে মন্তব্য করেন প্রতীকুর। ফর্ম ৬ নিয়েও এদিন অভিযোগ তোলেন তিনি।

এসইউসিআই প্রার্থীদের মনোনয়ন পেশ বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসইউসিআই প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। পাশাপাশি বারাসাতে মনোনয়ন জামা দিলেন হাবড়ার বিজেপি প্রার্থী দেবদাস মণ্ডল। এদিন মনোনয়ন জমা দিতে এসে বিজেপি প্রার্থী তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাবড়ার বিদায়ী বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে 'চাল চোর' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'হাবড়ায় এবার পদ্মফুল ফুটবে। চাল চোরকে মানুষ আর চাইছে না।' এদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ায় এসইউসিআই প্রার্থী নিতাই কৃষ্ণ পাল বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। পাশাপাশি বসিরহাটের দক্ষিণের এসইউসিআই প্রার্থী হিরণ্ময় মন মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। সন্দেশখালি বিধানসভার এসইউসিআই প্রার্থী দেবব্রত বিশ্বাস মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। এছাড়াও বারাসাতের প্রার্থী অভিজিৎ মুখার্জি মনোনয়ন জমা দেন। হাবড়া বিধানসভা এসইউসিআই প্রার্থী প্রবোধ কুমার সরকার মনোনয়ন জমা দেন। ওই দলেরই আমডাঙার প্রার্থী কামাল উদ্দিনও মনোনয়ন জমা দেন।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ, আতঙ্কে মৃত্যু এক হকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর পাটুলিতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় আতঙ্কে এক ব্যক্তির মৃত্যুর অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য। পরিবারের অভিযোগ, নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার নিয়ে আতঙ্কে ভেঙে পড়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে হকার অরুণ রক্ষিতের (৫৫)। পরিবারের সদস্যদের দাবি, করেন, তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে যাওয়ায়, তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। বুধবারও অনলাইনে নাম তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বাড়ি ফিরে তিনি অসুস্থবোধ করতে থাকেন। তার পরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং মৃত্যু হয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, মা, মেয়ে ও ভাইয়ের নাম তালিকায় থাকলেও একমাত্র অরুণ রক্ষিতের নাম না থাকায় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন এবং প্রায়ই বলতেন, তাঁকে দেশছাড়া করা হতে পারে। স্থানীয়দেরও দাবি, নাম বাদ যাওয়ার পর থেকেই তিনি চরম উদ্বেগে ভুগছিলেন। ঘটনার খবর পাওয়ার পর মৃতের বাড়িতে যান পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামী। তিনি অভিযোগ করেন, এসআইআর সংক্রান্ত আতঙ্কই এই মৃত্যুর কারণ এবং এর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে। একের পর এক মৃত্যুর হিসাব বাংলার মানুষ ভোটের সময় দেবে।

দুর্গাপুরে বিজেপির মনোনয়ন পর্বে বিতর্ক

কমিশনের নীতি অমান্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে মনোনয়ন পর্ব ঘিরে ফের বিতর্কের সৃষ্টি হল। অভিযোগ, দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে বের হওয়া মিছিল নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত ব্যারিকেট ভেঙে এগিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মিছিলে ব্যান্ড পার্টি এবং মা কালী সেজে অংশগ্রহণকারীদেরও দেখা যায়। মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রায় এক ঘণ্টা পর এই মিছিল দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে পৌঁছয় বলে জানা গেছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী

নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মিছিল, জমায়েত বা শোভাযাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, সেই নিয়ম ভাঙার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বীরভূমের চার কেন্দ্রের বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশ

সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নীলাবতী সাহা।

সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাঁইথিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা।

সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

ময়ূরেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল।

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী দিনটিকে বেছে নিয়ে বিবাদমান দুই দল বিজেপি ও তৃণমূল মনোনয়নপত্র জমা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তাতেই দুই দলের সমর্থকদের বিপুল সমাগমে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সিউড়ি শহরের মূল রাস্তা। বিজেপির চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সিউড়ির জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের অনুপ সাহা, সাঁইথিয়ার কৃষ্ণকান্ত সাহা এবং ময়ূরেশ্বর বিধানসভার প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা করেন। অন্যদিকে সিউড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি, সাঁইথিয়ার তৃণমূল প্রার্থী নিলাবতী সাহাও এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

এদিন মনোনয়ন জমা দিতে এসে সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সিউড়ি বিধানসভার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'হনুমান জয়ন্তীতে বিজয় অবশ্যম্ভাবী যেকোনো প্রার্থী আশাবাদী হয়। কিন্তু এবার সাধারণ মানুষ আশাবাদী, তারা ঠিক করে নিয়েছেন বিজেপিকে জয়ী করবে এবং সৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাবে। সাধারণ মানুষও বুঝে গেছে পাল্টানো দরকার, তাই চাই বিজেপি সরকার।' যদিও দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উল্লাস দেখে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'যেভাবে দলীয় কর্মী, সমর্থকরা বিপুল উৎসাহে এগিয়ে চলেছেন যেভাবে মা মাটির সরকার জনগণের জন্য উন্নয়নের কাজ করেছেন, সেই উন্নয়নের নিরিখেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই আমরা জয়ী হব।' বীরভূম জেলা শাসকের দপ্তরে দুই দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রকে জমাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সজাগ ছিল নির্বাচন দপ্তর, জেলা প্রশাসন ভবন-সহ শহর জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। একদিকে যখন জেলা প্রশাসন ভবনে দুই রাজনৈতিক দলের ভোট প্রার্থীরা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র পেশ করছেন, তখন বীরভূম জেলা প্রশাসনের আরেক দিকে ভোটার লিস্টের নাম না ওঠা ভোটাররা তাঁদের নাম তুলতে লাইন দিয়েছেন। যাদের নাম এখনও ওঠেনি, সেই সমস্ত ভোটারদের আবেদনপত্র জমা নেওয়ার জায়গায় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেখানেও তাই মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন কর্মী, সমর্থকরা তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে জেলা শাসকের অফিস আসার সময় যানজটের সৃষ্টি হয়, আটকে পড়ে অ্যাম্বুলেন্সও। তবে পুলিশ ও দলীয় কর্মী সমর্থকেরাই অ্যাম্বুলেন্সকে রাস্তা তৈরি করে দেন। ভোটের আগে বিবাদবান দুই দলের কর্মী সমর্থকদের ভোটকে ঘিরে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা তা ভোটের তাপমাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিল। দুই পক্ষই জেতার ব্যাপারে আশাবাদী আগামী ২৩ এপ্রিল বীরভূমে ভোট গ্রহণ হবে। তবে শেষ হাসি কে হাসবে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ৪ঠা মে পর্যন্ত।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি নতুন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এ দিন সমাজ মাধ্যমে সেই সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করা হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর এটি প্রথম সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের।

এছাড়াও, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে নতুন দিল্লিতে সাক্ষাৎ করেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি। প্রধানমন্ত্রীর ও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের সেই ছবিও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এদিন সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করা হয়।

ভারতে নাগরিককেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: ভারতে এখন শুধু দক্ষ নয়, নাগরিক কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন, এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্মযোগী সাধনা সপ্তাহ ২০২৬ উপলক্ষ্যে ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন শাসন ব্যবস্থা নাগরিক দেব ভব, এই মূল ভাবনা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এর স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল, জনসেবা যাতে সংবেদনশীল এবং নাগরিককেন্দ্রিক হয়। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, একটি দেশের শক্তি তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে এবং সেই সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি আরও বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল একটি সংবেদনশীল, আধুনিক এবং জবাবদিহিমূলক সরকারি পরিষেবা গড়ে তোলা, যা প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতায়ন করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, এখন প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকেরই আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং শাসনব্যবস্থা যেন সেই স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়নের সহায়ক হয়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করাই সরকারের দায়িত্ব।

ইসিএইচএস ও প্রতিবন্ধী পেনশন নিয়ে সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রাক্তন সেনাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পেনশন সংক্রান্ত একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন। তিনি অভিযোগ করেন, প্রাক্তন সেনাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের যোজনা অর্থাৎ এক্স-সার্ভিসম্যান কন্ট্রিবিউটরি হেলথ স্কিমে (ইসিএইচএস) গুরুতর ত্রুটি রয়েছে, যার ফলে ৭২ লক্ষেরও বেশি প্রাক্তন সেনা ও তাঁদের পরিবার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধি তাঁর সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে জানান, সম্প্রতি আহত প্রাক্তন সেনাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পেরেছেন, চিকিৎসা খরচের প্রতিপূরণে বিলম্ব, ওষুধের অভাব, হাসপাতালের পরিষেবা না-পাওয়া এবং বকেয়া অর্থ মেটাতে দেরির মতো সমস্যাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করা হলেও, সরকার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে বলেও অভিযোগ তাঁর। তিনি আরও বলেন, ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি) সাম্প্রতিক রিপোর্টেও এই প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না-থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে। তবুও সরকার কেন প্রয়োজনীয় বাজেট দিচ্ছে না, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।এছাড়াও, বিশেষভাবে সক্ষম প্রাক্তন সেনাদের পেনশনে কর আরোপের প্রস্তাব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, নতুন অর্থ বিল অনুযায়ী কোনও বিশেষভাবে সক্ষম প্রাক্তন সেনা আধিকারিক যদি অন্য কোথাও কর্মরত থাকেন, তাঁর পেনশনে কর বসানো হতে পারে, যা দেশের জন্য আত্মত্যাগকারী সেনাদের প্রতি অবিচার। সব মিলিয়ে, প্রাক্তন সেনাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্রের নীতির স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা।

অসমকে 'ল্যান্ড এটিএমে' পরিণত করেছে বিজেপি: রাহুল গান্ধি

বোকাজান (অসম), ২ এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে মিলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসমকে একটি 'ল্যান্ড এটিএম'-এ পরিণত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এই এটিএম-এর মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে জমি 'ছিনিয়ে' নিয়ে তা বড় বড় কর্পোরেটদের কাছে হস্তান্তর করছেন তিনি। বক্তা সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের বোকাজান শহরে কংগ্রেস-প্রার্থী রতন ইংতির সমর্থনে এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন রাহুল। গোটা ভাষণে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার ওপর হামলা করেছেন। হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে 'রিমোট কন্ট্রোলড' মুখ্যমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেছেন রাহুল। অসমের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে গান্ধি বলেন, এই রাজ্যটি বিভিন্ন পরিচয়, সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের এক মিশ্রণ, প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সমান অংশগ্রহণ ও স্থান পাওয়া উচিত। তিনি কংগ্রেসের বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার তুলনা করেছেন।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৪৪এ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই ধারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দিয়েছে। গুয়াহাটি কিংবা দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তৃণমূল স্তরের। তিনি দাবি করেন, এই ব্যবস্থাটি জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য কংগ্রেসই প্রবর্তন করেছিল। গান্ধি অভিযোগ করেন বলেন, অসমের জমি বড় বড় কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলির যেমন মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি এবং বাবা রামদেবের নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, হাজার হাজার বিঘা জমি কর্পোরেট ও শিল্প প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

সমালোচনা করে রাহুল বলেন, সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদী স্বাক্ষরিত ভারত-মার্কিন চুক্তিটি ভারতের কৃষি, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং তথ্য সার্বভৌমত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাঁর মতে, আমেরিকার সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র খুলে দেওয়া হলে ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। জ্বালানি আমদানির সিদ্ধান্তও বাইরের প্রভাবাধীন হয়ে পড়তে পারে।গান্ধি আরও বলেন, এই চুক্তির ফলে মার্কিন কোম্পানিগুলির কাছ থেকে বড় পরিসরে ক্রয় বাধ্যতামূলক হতে পারে, যা ভারতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাঁর দাবি, ভারত যথেষ্ট সুবিধা না-পেয়ে এই চুক্তিতে বড় ছাড় দিয়েছে।

তাঁর অভিযোগ, এই চুক্তি ও নীতিগত সিদ্ধান্তগুলিতে বাইরের চাপ কাজ করছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদীর ওপর প্রভাব বিস্তার করছেন।

রাহুলের দাবি, ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেছেন, মোদী তাঁকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন, যা একটি বৃহত্তর ক্ষমতার সম্পর্ককে নির্দেশ করে।রাহুল গান্ধি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে 'মিনি নরেন্দ্র মোদী' বলে কটাক্ষ করে তাঁকে দেশের 'অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত' মুখ্যমন্ত্রী বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের নির্দেশে কাজ করেন, তাঁর রিমোট দিল্লিতে।

শেষে তিনি একটি 'নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল' উল্লেখ করে বলেন, আন্তর্জাতিক স্তর থেকে জাতীয় এবং সেখান থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত, যেখানে তাঁর মতে ক্ষমতা ওপরের দিক থেকে নীচে প্রবাহিত হয়, জনগণের হাতে নয়। কিংবদন্তি গায়ক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জুবিন গর্গের প্রসঙ্গেও বলেছেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, জুবিন গার্গ অসম ও এখানকার মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। অসমে ক্ষমতায় আসার ১০০ দিনের মধ্যে কংগ্রেস সরকার জুবিনের মৃত্যুর বিচার নিশ্চিত করবে।

অমরাবতীই এখন থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের স্থায়ী রাজধানী, বিল পাস হল সংসদে

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: রাজ্যসভায় বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ ধ্বনি ভোটে পাস হয়েছে। এই বিল পাস হওয়ায় অমরাবতীই এখন থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের স্থায়ী রাজধানী হবে। লোকসভায় ইতিমধ্যেই এই বিলটি পাস হয়, যা অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০১৪-কে সংশোধন করে। এটি অমরাবতীকে অন্ধ্রপ্রদেশের একমাত্র রাজধানী হিসেবে বিধিবদ্ধ মর্যাদা প্রদান করে। বিলটি পাশ হওয়ার ফলে অমরাবতী এখন অন্ধ্রপ্রদেশের স্থায়ী রাজধানী হবে। ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানীর জন্য সেখানকার জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিবৃতি দিতে গিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রায় বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ পুনর্গঠন আইন, ২০১৪ অনুযায়ী রাজ্য বিভাজনের পর অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করার কথা ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনটিকে রাজ্য এবং বিশ্বজুড়ে তেলেগু সম্প্রদায়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এই বিলটি একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে এবং এটি অন্ধ্রপ্রদেশের পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য গর্ব, বিশ্বাস এবং গণতান্ত্রিক আস্থা পুনরুদ্ধারের প্রতীক।

সিএপিএফে পদোন্নতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে (সিএপিএফ) পদোন্নতি নীতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর অভিযোগ, এই বাহিনীগুলির শীর্ষ পদগুলি শুধুমাত্র আইপিএস অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত জওয়ানদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে।

বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্টেরাহুলগান্ধি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট অজয় মালিকের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি জানান, নকশাল বিরোধী অভিযানে আইইডি বিস্ফোরণে একটি পা হারানো সত্ত্বেও ১৫ বছরের বেশি পরিষেবা দিয়েও মালিক পদোন্নতি পাননি। তাঁর মতে, এটি শুধু একজন অফিসারের নয়, বরং লক্ষ লক্ষ জওয়ানের অভিজ্ঞতা, যারা সীমান্তে নিরাপত্তা থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ ও নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামনের সারিতে থাকেন।

রাহুল গান্ধি দাবি করেন, সুপ্রিম কোর্টের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সরকার এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করতে চাইছে, যা জওয়ানদের কেরিয়ারে উন্নতির পথে অন্তরায় হচ্ছে। তাঁর মতে, এতে বাহিনীর মনোবলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং তা জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও উদ্বেগজনক। তিনি আরও বলেন, বিএসএফ, সিআরপিএফ, আইটিবিপি ও সিআইএসএফের মতো বাহিনীগুলির নিজস্ব দক্ষতা রয়েছে। সেই কারণে বাহিনীর ভেতর থেকেই নেতৃত্ব তৈরি হওয়া উচিত। বাইরে থেকে নেতৃত্ব চাপিয়ে দিলে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব হয় না-বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্যসভায় 'আপ'-এর নতুন উপনেতা অশোক কুমার মিত্তল

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল (হি.স.): রাজ্যসভায় আম আদমি পার্টি (এএপি)-র নতুন উপনেতা হচ্ছেন অশোক কুমার মিত্তল। এএপি রাজ্যসভা সচিবালয়ে এই বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠিয়েছে। বৃহস্পতিবার আম আদমি পার্টি (এএপি)-র পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এএপি সাংসদ অশোক কুমার মিত্তল বলেন, 'এই ধরনের পরিবর্তন একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া যা সময়ে সময়ে ঘটে থাকে। রাঘবজির আগে এনডি গুপ্তাজি উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, আগামিকাল অন্য কেউ দায়িত্ব নেবেন।'

অশোক কুমার মিত্তল আরও বলেন, 'এর কারণ হল, আমাদের দল একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দল, যা সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতরের প্রতিভাকে লালন ও বিকশিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে। তাই, সম্ভবত এই চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই দল আমাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের নেতা হলেন সঞ্জয় সিং এবং আমি উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করব। দল আমাকে যে দায়িত্বই দিক না কেন, আমি তা পালন করব, সেটা সংসদের বিতর্কে অংশ নেওয়াই হোক বা দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশিত পদ্ধতিতে সংসদ ও রাজ্যসভায় দলের অবস্থান তুলে ধরাই হোক। আমাদের দলে সবকিছু ঠিকঠাক আছে।'

গোটা দেশে এলপিজি সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে: সুজাতা শর্মা

নয়াদিল্লি, ২ এপ্রিল: পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবারও আন্তঃমন্ত্রক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা বলেন, গোটা দেশে এলপিজি সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক অস্থিরতা সত্ত্বেও ঘরোয়া সিলিন্ডারের দামে কোনও বৃদ্ধি হয়নি। সুজাতা শর্মা আরও জানান, সকল ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং কোনও ঘাটতি নেই, পাশাপাশি ৯৫ শতাংশ রিফিল বুকিং অনলাইনে করা হচ্ছে এবং প্রায় ৮৫ শতাংশ ডেলিভারি ডিজিটালভাবে যাচাই করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যেখানে উভয়ই পাওয়া যায় সেখানে এলপিজির পরিবর্তে পিএনজি বেছে নিতে গ্রাহকদের উৎসাহিত করার সরকারি নির্দেশনার অধীনে, পোর্টালের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ১২,৪০০টি এলপিজি সংযোগ সমর্পণ করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প, তীব্রতা ৭.৪

জাকার্তা, ২ এপ্রিল: একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার মাটি। বৃহস্পতিবার সকালে হওয়া এই কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ছিল ৭.৪। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সৈকত এলাকাগুলি জুড়ে সুনামির সতর্কবার্তা ছড়িয়ে যায়। এ দিন কম্পন অনুভূত হয় স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৪৮ মিনিট নাগাদ। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল মোলুকা সাগর। টারনেট থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে। প্রায় ১০ সেকেন্ড ধরে কম্পন চলেছিল। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা। সবচেয়ে তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে নর্থ সুলাওয়েসি এবং নর্থ মালুকুতে। নর্থ সুলাওয়েসি থেকে এক ৭০ বছর বয়সি বৃদ্ধার মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বহু জায়গায় ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে।

ময়দান

রান আউটেই সর্বনাশ? লিগে টানা দ্বিতীয় হারে চাপে নাইটরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে আবারও হতাশার সন্ধ্যা কাটালো কলকাতা নাইট রাইডার্স। ঘরের মাঠে সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল জয়ের, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা যথেষ্ট ইতিবাচক হলেও, মাঝপথে ভেঙে পড়ে পুরো ইনিংস। শেষ পর্যন্ত ২২৭ রানের পাহাড়প্রমাণ লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে মাত্র ১৬১ রানে গুটিয়ে যায় কেকেআর। ফলে টানা দ্বিতীয় পরাজয় মেনে নিতে হয় অজিঙ্ক রাহানেদের দলকে।

ইনিংসের শুরুতে আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ফিন অ্যালেনকে। প্রথম ওভারেই ২৪ রান তুলে ম্যাচে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেন তিনি। অল্প বলেই ২৭ রান করে দলকে ভালো জায়গায় নিয়ে গেলেও, ইনিংস বড় করতে পারেননি কিউয়ি ব্যাটার। তাঁর বিদায়ের পর ছন্দপতন শুরু হয় কলকাতার ব্যাটিংয়ে। অধিনায়ক রাহানে নিজেও ব্যর্থ হন। মাত্র ১০ বলে ৮ রান করে ফিরে যান, যা দলের উপর আরও চাপ বাড়ায়।

এরপর আসে ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট;ক্যামেরন গ্রিনের রান আউট। ভুল বোঝাবুঝির জেরে অপ্রত্যাশিতভাবে সাজঘরে ফিরতে হয় তাঁকে। এই মুহূর্তটি কেকেআরের ইনিংসে বড় ধাক্কা দেয়। যদিও অঙ্গকৃষ রঘুবংশী লড়াই চালিয়ে যান। আগের ম্যাচের ফর্ম বজায় রেখে দ্রুত অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি। কিন্তু তাঁর ইনিংসও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবে রান আউট হয়ে ফিরে যান, যা ম্যাচের গতি পুরোপুরি বদলে দেয়।

দুই গুরুত্বপূর্ণ রান আউট যেন কেকেআরের জয়ের সম্ভাবনাকেই শেষ করে দেয়। মাঝের ওভারগুলোতে প্রয়োজন ছিল ঠাণ্ডা মাথায় খেলার, কিন্তু সেটাই করতে পারেনি দল। অনুকূল রায় শূন্য রানে আউট হয়ে আরও চাপ বাড়ান। অন্যদিকে, রিঙ্কু সিং কিছুটা চেষ্টা করলেও তাঁর ইনিংসে সেই পুরনো ফিনিশিং ছোঁয়া দেখা যায়নি। ২৫ বলে ৩৫ রান করে তিনি আউট হলে ম্যাচ কার্যত হাতছাড়া হয়ে যায়।

শেষদিকে সুনীল নারিন কিছুটা ঝড় তোলার চেষ্টা করেন। পরপর দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে আশার আলো জ্বালালেও, তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দ্রুতই তিনি আউট হয়ে গেলে কেকেআরের ইনিংস পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। একসময় ১২০/৩ থেকে যে দল লড়াইয়ে ছিল, তারা শেষ পর্যন্ত অলআউট হয়ে যায় ১৬১ রানে।

এই পরাজয় শুধু স্কোরলাইনের দিক থেকে নয়, মানসিকভাবেও বড় ধাক্কা কেকেআরের জন্য। বিশেষ করে রান আউটের মতো ভুল এবং মাঝের ওভারে পরিকল্পনার অভাব দলের দুর্বলতা স্পষ্ট করে দিয়েছে। দ্রুত এই ভুলগুলো শুধরে না নিতে পারলে আগামী ম্যাচগুলোতে আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতে পারে নাইটদের।

পরিশ্রমের স্বীকৃতি জানিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন ক্লাবের কর্ণধার সৌরভ পাল

সার্দানের ইউথ ডেভেলপমেন্ট থেকে জাতীয় দলের সহকারী কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবল মহলে গর্বের মুহূর্ত। সার্দান সমিতির ইউথ ডেভেলপমেন্ট প্রধান সুজাতা কর এবার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সহকারী প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। বৃহস্পতিবার এই সুখবর সামনে আসতেই উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় গোটা ক্লাব পরিবার। ক্লাবের কর্ণধার সৌরভ পাল সুজাতাকে জানিয়েছেন আন্তরিক শুভেচ্ছা।ফুটবল কোচিংয়ের জগতে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সুজাতা কর। ২০২২ সালের মার্চ মাসে যাদবপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বাংলার মহিলা ফুটবল লিগে তাঁর তত্ত্বাবধানে সার্দান সমিতি রানারআপ হয়। শুধু মহিলা দল নয়, ২০২৩ এবং ২০২৫ সালে প্রিমিয়ার ডিভিশনে পুরুষ দলের দায়িত্বও যৌথভাবে সামলেছেন তিনি। বর্তমানে চার বছর বয়স থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবলার তৈরি করার কাজে নিয়োজিত সুজাতা কর। ভবিষ্যতের প্রতিভা গড়ে তোলার এই ধারাবাহিক প্রয়াসই তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। গত দুই বছর ধরে এএফসি 'এ' লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচ হিসেবে সার্দান সমিতির ইউথ ডেভেলপমেন্ট হেডের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে তাঁর এই নিয়োগ নিঃসন্দেহে তাঁর পরিশ্রম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি। ক্লাব কর্তৃপক্ষের মতে, সুজাতার এই সাফল্য শুধু সার্দান সমিতির নয়, সমগ্র বাংলার ফুটবলের জন্যই এক বড় প্রাপ্তি।

২০২২ সালের মার্চ। বাংলার মহিলা ফুটবল লিগে যাদবপুর স্টেডিয়ামে সার্দান সমিতি রানারআপ হওয়ার পর সুজাতা করের সঙ্গে খেলোয়াড়রা।, ফাইল চিত্র

ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেন্সে ঘণ্টা বাজিয়ে আইপিএলে কেকেআর বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ম্যাচের সূচনা করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও কোচ রবি শাস্ত্রী। সিএবি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই আইকনিক বেল বাজিয়ে তিনি খেলার সূচনা করেন। শাস্ত্রী ছাড়াও সিএবি সচিব বাবুল কোলে, যুগ্ম সচিব মদন মোহন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস, শরদিন্দু পাল সহ অন্যান্য কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। (ছবি - সিএবি)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

গৌতম চৌধুরী, তৃণমূল প্রার্থী

দুষ্কৃতি-রাজ থেকে মুক্ত হতে মরিয়া উত্তর হাওড়ার বাসিন্দারা

উমেশ রাই, বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

সম্প্রতি মধ্যরাতে হাওড়ায় চলে গুলি। ঘটনাস্থল উত্তর হাওড়ার গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত বিবির বাগান। ঘটনার তদন্তে নামে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ ও হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। তদন্তে নেমে এও জানা যায়, মদ খেয়ে তিন জনের মধ্যে বচসা আর সেখান থেকেই এই গুলি চালানোর ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত বিবির বাগান এলাকায় মদ খেয়ে আকাশ যাদব ও ভিকির সঙ্গে বচসায় জড়ান রাহুল নামে এক জন। অভিযোগ, বচসার জেরে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। যদিও তাতে কেউ জখম হয়নি বলেই খবর। এর কিছুদিন আগেই গোলাবাড়ি থানার অন্তর্গত পিলখানা এলাকায় খুনের ঘটনা ঘটে। এখনও প্রকাশ্যে সেই খুনের ঘটনা ভুলতে পারছে না উত্তর হাওড়ার পিলখানার বাসিন্দারা। খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় হারুন খান ও রোহিত খান তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় বিধায়ক ও এবার নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর ঘনিষ্ঠকে। ঘটনার দিন সকালে পিলখানায় প্রমোটার মৃত মহম্মদ সফিকুলের বাড়ি যেতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে পালিয়ে গিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। কারণ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিতে নজরে আসে স্থানীয় বিধায়কের বাইকের পিছনে বসে রয়েছে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হারুন খান।এবারেও আবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন সেই গৌতম চৌধুরী। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই আবার নতুন করে আতঙ্কিত পিলখানাবাসী। শুধু পিলখানা নয় এই একই আতঙ্কে ভুগছেন সারা উত্তর হাওড়ার বাসিন্দারা। কারণ, উত্তর হাওড়ার মানুষের অভিযোগ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ। সমগ্র বিধানসভা এলাকাজুড়ে চলে অসামাজিক কাজকর্ম। আর বেড়ে চলা অসামাজিক কাজকর্মের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত শাসক দলের নেতা কর্মীরা। এই সমাজবিরোধীদের তাণ্ডব থেকে এবার মুক্তি পেতে চান তাঁরা। এরই মাঝে সিপিআই(এম) প্রার্থী অধ্যাপক গৌতম রায়কে পাশে পেয়ে নিজেদের অসহায়তার কথা জানান উত্তর হাওড়া বাসীরা। আর সেখানে বাম প্রার্থীর আশ্বাস তাঁদের পাশে থাকার।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়। হাওড়া কর্পোরেশনের ১৬ টি ওয়ার্ড নিয়ে উত্তর হাওড়া বিধানসভা। দীর্ঘ ১৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এই বিধানসভায়। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের বসবাস এই বিধাসভা এলাকায়। বিধানসভা, লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিলেও দীর্ঘ আট বছর হাওড়া কর্পোরেশনের ভোট দিতে পারেননি উত্তর হাওড়ার ভোটাররা। ২০১৮ সালের পর থেকে হাওড়া কর্পোরেশনের কোন নির্বাচন হয়নি। নেই কোন নির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি। শাসক দলের নেতারা নিজেদের ইচ্ছায় পৌর বোর্ড পরিচালিত করে। ২০১৩ সালের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস হাওড়া কর্পোরেশন পরিচালনার পর থেকেই রমরমিয়ে ওঠে বেআইনি প্রোমটিং। শাসক দলের নেতারা নিজেরাই বেনামে প্রোমটিং ব্যবসা শুরু করেন। উত্তর হাওড়া জুড়ে গড়ে ওঠে কয়েক হাজার বেআইনি বহুতল। প্রতিটি বেআইনি বহুতলের তৈরি হবার সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত শাসক দলের নেতা থেকে কর্মীরা একথা শোনা যায় সমগ্র উত্তর হাওড়া জুড়ে। বেআইনি বহুতল নির্মাণে সামগ্রী সরবরাহের জন্য তৈরি হয় সিন্ডিকেট। শাসক দলের কর্মীরা সিন্ডিকেটের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ তৈরি করে। কাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে সিন্ডিকেট তা নিয়ে শাসক দলের কর্মীদের মধ্য বিভাজন তৈরি হয়। আর তা থেকেই অসামাজিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা থেকে কর্মীরা। নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে মারপিট থেকে প্রকাশ্যে শুট আউটের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে উত্তর হাওড়াবাসী। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সিপিআই(এম) প্রার্থী গৌতম রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব পালন করতে চায় উত্তর হাওড়ার বাসিন্দারা।

অন্যদিকে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কার্যত 'এনকাউন্টার' তত্ত্বে শান দিতে দেখা গেছে বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাইকে। 'সকালে ধরব, বিকেলে খতম করব'; নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে এই ভাষাতেই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি। শুধু তাই নয়, ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের 'মডেল যোগী রাজ্য' অনুসরণ করার বার্তাও দিতে শোনা যায় তাঁকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে ৫ হাজার ৫২২ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম চৌধুরীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন উমেশ রাই। সেই হারকে সামনে রেখেই এবারের নির্বাচনে আরও আগ্রাসী মেজাজে ময়দানে নেমেছেন তিনি। উত্তর হাওড়ার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, দুষ্কৃতিরাজ এবং এসআইআরে হাজার হাজার ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাওয়াকে সামনে রেখে প্রচার চালাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী। বিশেষ করে হিন্দিভাষী অধ্যুষিত ওয়ার্ডগুলিতে গিয়ে ঝাঁঝালো ভাষায় তৃণমূলকে আক্রমণের পাশাপাশি বাসিন্দাদের সামনে 'মডেল যোগী রাজ্যের' স্বপ্নও দেখাচ্ছেন। প্রচারে একাধিক জায়গায় তিনি স্পষ্ট বলছেন, 'এই রাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নন। উত্তর হাওড়া দুষ্কৃতিদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে। মহিলারা ঘর থেকে বের হতে ভয় পান। আমরা ক্ষমতায় এলে এসব একদিনে সাফ করে দেব। সকালে ধরব, বিকেলে গুলি করে খতম করব।' এই মন্তব্যকে ঘিরেই তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে এ ধরনের 'এনকাউন্টার'-এর মানসিকতা কতটা গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শুধু শাসকদল নয়, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকেও একযোগে আক্রমণ করেন উমেশ রাই। তাঁর অভিযোগ, 'এই রাজ্যে পুলিশ প্রশাসন বলে কিছু নেই। তৃণমূল গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশকে একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করে।' উদাহরণ টেনে বলেন, 'উত্তর হাওড়ায় শ্যুটআউট তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' এই প্রসঙ্গ টেনে তিনি এটাও স্পষ্ট ভাবে জানান. ক্ষমতায় এলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উত্তরপ্রদেশের ধাঁচে পরিচালিত করা হবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, ২০১১ ও ২০১৬ সালে পরাজিত প্রার্থী উমেশ রাইকেই ফের প্রার্থী করায় প্রথমদিকে বিজেপি কর্মীদের একাংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর এই ঝাঁঝালো ও বিতর্কিত বক্তব্যে সেই কর্মীদের একাংশের মনোবল বাড়ছে বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত। এদিকে, এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম চৌধুরী বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি এখন বিচার ব্যবস্থারও ঊর্ধ্বে। এখানে কোনও ঘটনা ঘটলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ ব্যবস্থা নেয় এমন নজির উত্তরপ্রদেশ কিংবা বিহারে নেই। এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত।' নির্বাচনের মুখে আইনব্যবস্থা নিয়ে এমন নিদান যে রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও উসকে দিচ্ছে, তা স্পষ্ট। উত্তর হাওড়ার ময়দানে এখন তাই ভোটের লড়াইয়ের পাশাপাশি ভাষার লড়াইও ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে।

হাওড়া উত্তর বিধানসভার অবস্থান নিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র এবং এটি হাওড়া লোকসভা আসনের একটি অংশ। পূর্বে হাওড়া উত্তর নামে পরিচিত এই কেন্দ্রটির নাম ২০১১ সালে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে এর গঠনেও পরিবর্তন আসে। বর্তমানে এটি হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের ১ থেকে ৭ এবং ১০ থেকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডসহ মোট ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। আর উত্তর হাওড়ার প্রেক্ষিতে হুগলি নদীর ঠিক ওপারেই কলকাতা। সালকিয়া, ঘুসুড়ি, পিলখানা এবং বেলুড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি এই বিধানসভার অন্তর্ভুক্ত। ভারতের অন্যতম ব্যস্ত এবং প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশন 'হাওড়া' এই কেন্দ্রের সীমানায়। হাওড়া ব্রিজের মাধ্যমে মধ্য কলকাতার সঙ্গে যুক্ত। বাস, অটো-রিকশা এবং হুগলি নদীতে ফেরি যাতায়াতের মাধ্যম। রেল পরিকাঠামো এবং কলকাতার নৈকট্য হাওড়া উত্তরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নগর কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত দেওয়ার পাশাপাশি হাওড়া উত্তর পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে পরিচিতি পেয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শহুরে কেন্দ্র হিসেবেও।

রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে ১৯৫১ সালে হাওড়া উত্তর আসনের যাত্রা শুরু। একটা সময় এই আসনে কংগ্রেস এবং বামেদের লড়াই হত। সীমানা পুনর্বিন্যাসের আগে দুই দলই সাতবার করে জয়লাভ করেছিল। ২০১১ সালে পুনর্বিন্যাসের পর বদলে যায় রাজনৈতিক সমীকরণ। সেই থেকে টানা ৩টি বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে মজার বিষয় হল, প্রতিটি ভোটেই তৃণমূলের নিকটতম প্রতিপক্ষ বদলেছে। কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সেখানে দেখা গেছে সিপিএমকে। কখনও বা কংগ্রেসকে আবার কখনও বিজেপিকে।

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আসনটি কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র ছিল, যেখানে এর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক দল হিসেবে উভয়েই সাতবার করে জয়লাভ করেছিল। মজার বিষয় হলো, দলটি এই প্রতিটি প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থী দিয়েছে এবং প্রতিবারই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রার্থী।

তবে ২০১১ সালে, তৃণমূল কংগ্রেসের অশোক ঘোষ নিমাই সামন্তকে ১৯,৬০৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে সিপিআই(এম)-এর জয় রথ থামিয়ে দেন। ২০১৬ সালে, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লা তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ কুমার পাঠকের চেয়ে ২৬,৯৫৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। ২০২১ সালে, তৃণমূল কংগ্রেস গৌতম চৌধুরীকে প্রার্থী করে এবং তিনি আসনটি ধরে রাখেন, যদিও বিজেপির উমেশ রায়ের বিরুদ্ধে ৫,৫২২ ভোটের কম ব্যবধানে জয়ী হন। বিজেপি, যারা আগের দুটি নির্বাচনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল, তারা ২০২১ সালে ৪৪.১২ শতাংশ (৬৬,০৫৩ ভোট) পেয়ে এগিয়ে যায়, যা তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৭.৮১ শতাংশ (৭১,৫৭৫ ভোট) থেকে সামান্য কম ছিল। একসময় এখানে প্রভাবশালী সিপিআই(এম) কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা সত্ত্বেও মাত্র ৫.৪৩ শতাংশ (৮,১৩৩ ভোট) পেয়ে অনেক পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে চলে গেছে।

লোকসভা নির্বাচনেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা গেছে। ২০১৯ সালে, হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি ২,৯৬১ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালে, তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় এগিয়ে গেলেও, তা ছিল মাত্র ১০,০৩১ ভোটের ব্যবধানে, অন্যদিকে সিপিআই(এম)-কংগ্রেস জোট পেয়েছিল মাত্র ৮,৯৩৬ ভোট।

হাওড়া উত্তর আসনে বিজেপির ভোটবৃদ্ধির হার চমকে দেওয়ার মতো। একটা সময়ে বামেদের গড় হিসেবে পরিচিত এই হাওড়া উত্তরে ২০২১ সালে গেরুয়া শিবির পেয়েছিল ৪৪.১২ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৪৭.৮১ শতাংশ। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা সত্ত্বেও একদা প্রভাবশালী সিপিএম মাত্র ৫.৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে তৃতীয় স্থানে চলে যায়।

লোকসভা নির্বাচনগুলোতেও একই ধরনের প্রবণতা। ২০১৯ সালে বিজেপি হাওড়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ২,৯৬১ ভোটে এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেস লিড পায়। তবে তা ছিল মাত্র ১০,০৩১ ভোটের। সিপিএম-কংগ্রেস জোট মাত্র ৮,৯৩৬ ভোট।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়া উত্তরে ২,১৮,৫৪৭ জন ভোটার ছিল। মোট ভোটারের ১১.৮০ শতাংশ মুসলিম এবং ২.২৮ শতাংশ তফসিলি। এটি শহুরে আসন। ভোটের হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ২০১৬ সালে ভোটের হার ছিল ৬৭.৯৮ শতাংশ। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে কিছুটা বেড়ে হয় ৭০.১৪ শতাংশ। ২০২১ সালে কমে দাঁড়ায় ৬০.৪১ শতাংশ। পরিসংখ্যান বলছে, গত বিধানসভা নির্বাচনে কমেছে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান। মুসলিম ভোট এই কেন্দ্রে তুলনামূলক কম। তার উপরে হিন্দিভাষী ভোটার বেশি। তাঁরা বেশিরভাগই বিজেপির ভোটার। ফলে ২০২৬-এ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে হাওড়া উত্তরে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ফলে বিধানসভা ভোট মিটলেই হাওড়ায় পুর নির্বাচনের জোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কারণ, বিধানসভায় পাশ হল হাওড়া পুরসভা সংশোধনী বিল, ২০২৬। এর ফলে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে জটিলতা চলছিল, তাতে ইতি টানা সম্ভব হল। এই সংশোধনীর ফলে হাওড়া পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৬৬। নির্বাচনেও আর কোনো বাধা থাকছে না। ২০১৩ সালের পর আর পুর নির্বাচন হয়নি হাওড়ায়। অর্থাৎ দীর্ঘ ১৩ বছর পর পুর প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পেতে চলেছেন হাওড়া পুরসভার ২০ লক্ষ ভোটার।

এই সংশোধনী আনার জন্য কয়েক মাস আগেই ছাড়পত্র দিয়েছিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এরপর বিধানসভায় সংশ্লিষ্ট বিল নিয়ে আলোচনায় পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, হাওড়া পুরসভা সংক্রান্ত আগের বিলটি পাঁচ বছর রাজভবনে পড়েছিল। তাই আইনি জটিলতা তৈরি হয়। রাজভবনের অসহযোগিতার জন্যই নির্বাচন করা যায়নি। এই সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেলে ভোটে আর কোনো বাধা থাকবে না। হাওড়া পুরসভার একটি বড় অংশজুড়ে রয়েছে উত্তর হাওড়া বিধানসভা। সেখানকার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, 'ওয়ার্ড বাড়লে আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। উপকৃত হবেন বাসিন্দারা।'

কিন্তু কেন এই সংশোধনী বিল আনতে হল তার পিছনেও রয়েছে কারণ। ২০১৫ সালে হাওড়া পুরসভার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বালি পুরসভাকে। যার ফলে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ৫০ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬। সেই মতো আইনও সংশোধন করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২১ সালে বালিকে আলাদা করে দেওয়ায় হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা কমে হয় ৫০। সেই মতো হাওড়া পুরসভার আইনে ওয়ার্ড সংখ্যা কমাতে ফের সংশোধনী নিয়ে আসা হয়। সেই বিলই বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর দীর্ঘদিন পড়ে থাকে রাজভবনে। তখন একপ্রকার বাধ্য হয়েই হাওড়া পুরসভার ৫০টি ওয়ার্ডকে ছোটো ছোটো করে ভেঙে (দীর্ঘমেয়াদি ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে) ৬৬টি ওয়ার্ডে পরিণত করে রাজ্য। তার কয়েক মাস পরে পড়ে থাকা বিলে সম্মতি দেয় রাজভবন। ফলে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ, ততদিনে ডিলিমিটেশন করে হাওড়া পুরসভা ওয়ার্ড সংখ্যা ৬৬ করে ফেলা হয়েছে। আর রাজভবন পড়ে থাকা বিলে সম্মতি দিয়ে দেওয়ায় হাওড়া পুরসভা আইনে ওয়ার্ড সংখ্যা ফের হয়ে যায় ৫০। তাই ৬৬টি ওয়ার্ডকে আইনিভাবে স্বীকৃতি দিতেই শনিবার সংশোধনী বিল নিয়ে আসা হয়। এই বিল রাজভবন দ্রুত ছেড়ে দিলেই মিটবে জটিলতা। তারপর হাওড়ার পুরভোট স্রেফ কিছু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে উত্তর হাওড়া বিধানসভা এলাকার পুর পরিষেবা (হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) মিশ্র প্রকৃতির। জল সরবরাহ ও রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ চললেও, বালি অঞ্চলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলজমা, নিকাশি ব্যবস্থার অবনতি, পানীয় জলের সংকট এবং জমে থাকা আবর্জনা দীর্ঘদিনের সমস্যা। বিশেষ করে বর্ষাকালে নিকাশি বেহাল হয়ে পড়ে এবং বালি ও হাওড়ার সংযুক্তি এলাকায় পরিষেবা নিয়ে স্থানীয়দের অসন্তোষ রয়েছে। এর পাশাপাশি সবথেকে বড় সমস্যা হল, নিকাশি ও জলজমা। বালি ও উত্তর হাওড়ার বহু এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত পুরনো হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। পাশাপাশি রয়েছে পানীয় জলের সমস্যা। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে হলেও, বালি অংশের অনেক এলাকা এখনো নিয়মিত ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত। আর বোঝার ওপর শাকের আঁটি নিঃসন্দেহে এলাকায় ডাঁই হয়ে থাকা আবর্জনা। বালি ও সংলগ্ন উত্তর হাওড়া এলাকায় নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ না হওয়ায় ডাঁই হয়ে থাকা আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর পাশাপাশি বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকিও। আর রয়েছে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। কিছু প্রধান রাস্তা সংস্কার করা হলেও, অনেক অভ্যন্তরীণ রাস্তা সংস্কারের অভাবে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। সংক্ষেপে, উত্তর হাওড়ায় পুর পরিষেবা গত কয়েক বছরে কিছুটা উন্নত হলেও, নিকাশি ও পানীয় জলের মতো মৌলিক সমস্যাগুলো এখনো পুরোপুরি মেটেনি। ফলে শাসকদল যে খুব বড় অ্যাডভান্টেজে আছে এই উত্তর হাওড়ায় তা কিন্তু কখওনই বলা যাচ্ছে না।

গত বিধানসভা ও দুটি লোকসভা নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, ২০২৬ সালে হাওড়া-উত্তর আসনে একটি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে পারে। বিজেপি, যারা ক্রমাগত তাদের ভোটের অংশ বাড়িয়ে চলেছে। আর এলাকার মানুষ ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর যে অসন্তুষ্ট তাও ধরা পড়েছে স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপচারিতায়। সম্প্রতি পিলখানার ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে শাসকদলের বিদায়ী বিধায়কের ওপর কতখানি ক্ষিপ্ত এলাকার মানুষ। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এরপরও সেই গৌতম চৌধুরীকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল হাইকমান্ড। আর এই ঘটনা প্রমাণ করে শাসকদলের সঙ্গে মানুষের জনসংযোগের ঘাটতি। সঙ্গে এও প্রমাণ করে, তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে হয়তো সব তথ্য সঠিক ভাবে পৌঁছাচ্ছে না। এরই সুযোগ নিয়ে পিলখানার এবং ভোটদানে বিরত থাকা বিপুল সংখ্যক ভোটারদের নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করবে বিরোধী শিবির। তৃণমূল কংগ্রেস এখনও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও এই আসনে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা এবার অগ্নিপরীক্ষা গৌতম চৌধুরীর কাছে।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
গৌতম চৌধুরী	তৃণমূল কংগ্রেস	৭১,৫৭৫	৪৮.৮১ %
উমেশ রাই	তৃণমূল কংগ্রেস	৬৬,০৫৩	৪৪.১২ %
পবন সিং	সিপিএম	৮,১৩৩	০৫.৪৩ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,৬৭০	০১.১২ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
হাওড়া উত্তর	২,৪৫,০০০	১,৬৩,৭৩২	১,৬০,৩১৪

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী।

প্রচারে দমদম উত্তর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।

প্রচারে চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।